বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>037 >>23 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩৭ >> << ২৩শে, কার্তিক ১৪৩০>>

ইসরাইল হিজবুল্লাহ সংঘর্ষ তীব্রতর, যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র দূতের বৈরুত সফর

লেবনান : লেবাননের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদীয় স্পিকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র দূত আমোস হোচেনস্টেইন মঙ্গলবার বৈরুতে একটি অঘোষিত সফর করেছেন। দেশটির দক্ষিণ সীমান্তে ইসরাইল এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে লড়াই তীব্রতর হচ্ছে। বৈঠকে হোচেনস্টেইন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র গাজায় সংঘাত বাড়াতে এবং তা লেবাননে বিস্তৃত হতে দিতে চায় না। সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্ন না নিয়েই তিনি চলে যান। কয়েকদিন আগে ইসরাইলের ড্রোন হামলায় লেবাননে এক দাদী এবং তার তিন নাতনি নিহত হয় যা ক্ষোভের সৃষ্টি করে। প্রতিশোধ হিসেবে হামাসের মিত্র হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরাইলের কিরিয়াত শমোনা গ্রামে রকেট ছোঁড়ে। এতে একজন নিহত হয়। হিজবুল্লাহ এবং ইসরাইল প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইডিএফ এর মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী গুলি বিনিময় অনেকের নজর কেড়েছে। বিশ্লেষকরা বিতর্ক করছেন যে, ইসরাইল হামাস যুদ্ধ প্রসারিত হতে পারে কি না বা এই অঞ্চলে নতুন ফ্রন্ট খুলতে পারে কি না।

বাজার দর

SENSEX : 64832.20 -143.41
NIFTY : 19395.30 -48.21

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.05 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.59 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জার্মানিতে অভিবাসন বিতর্কের প্রেক্ষাপটে অ্যাসাইলাম আইন কঠোর করা হচ্ছে

বার্লিন : পরের বছর ইউরোপীয় নির্বাচনের আগে অভিবাসন নিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতা উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মঙ্গলবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ অভিবাসন আইন কঠোর করার এবং তার পূর্বসূরি অ্যাংগেলা মার্কেলের নীতির বিপরীতে আরও ব্যর্থ আশ্রয়প্রার্থীদের প্রত্যাবাসন পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়েছেন। এই বছরের প্রথম নয় মাসে ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ জার্মানিতে আশ্রয় দাবি করেছে। এটি ২০২২ সালের মোট আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যার চেয়ে বেশি। অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পূর্ণ হওয়ায় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, এর ব্যয় টেকসই নয়। সম্প্রতি শোলজ বলেছেন, খুব বেশি অভিবাসী জার্মানিতে আসছে। সোমবার সন্ধ্যায় বার্লিনে দেশের ১৬টি অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের সাথে কয়েক ঘন্টার বৈঠকের আয়োজন করার পরে মঙ্গলবার ভোর তিনটার আগে তিনি একটি চুক্তি প্রকাশ করেন। তার দাবি এতে অভিবাসন কমবে। এই চুক্তি অনুযায়ী, ফেডারেল সরকার অঙ্গরাজ্য এবং পৌরসভাগুলোকে প্রতি উদ্বাস্তুর জন্য ৮ হাজার ডলার করে প্রদান করবে। বর্তমানে এজন্য বার্ষিক যে অর্থ প্রদান করা হয় তার পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি। শোলজ বলেন, এটি চাহিদা অনুযায়ী ফেডারেল দেয় অর্থের হ্রাসবৃদ্ধির সুবিধা দেবে। অভিবাসীদের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় দ্বিগুণ করাসহ আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য সুবিধাসমূহ হ্রাস করা হবে। চ্যান্সেলর শোলজ আশ্রয়ের সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত করার এবং শরণার্থী মর্যাদা প্রত্যাখ্যাতদের প্রত্যাবাসন সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পোলিশ, চেক এবং সুইস সীমান্তে অস্থায়ী চেকপোস্ট থাকবে। সরকার মানব পাচারের জন্য কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটি শোলজের পূর্বসূরীর নীতি থেকে একটি বিশাল পরিবর্তন। ২০১৫ সালে মার্কেলে চ্যান্সেলরশিপের অধীনে জার্মানি ১০ লাখের বেশি শরণার্থীর জন্য তার সীমান্ত খুলে দিয়েছিল। দেশটি ১০ লাখের বেশি ইউক্রেনীয় শরণার্থীকে গ্রহণ করেছে। তাদেরকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার আক্রমণের পরে অস্থায়ী সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। ব্রাসেলসে সেন্টার ফর ইউরোপীয়ান রিফর্ম এর বিশ্লেষক ক্যামিনো মর্তেরা মার্টিনেজ বলেন, চ্যান্সেলর শোলজ আগামী বছরের জুন মাসে নির্ধারিত ইউরোপীয় নির্বাচনের ওপর নজর রাখছেন।

মোদীর হিন্দুত্ব বনাম নীতীশ রাহুলের সংরক্ষণের লড়াই

নয়া দিল্লি : ভারতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়াইটা ক্রমশ বিজেপির হিন্দুত্ব বনাম বিরোধীদের সংরক্ষণের লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে।

২০১৪র পর থেকে বিজেপি যে লোকসভা নির্বাচন হিন্দুত্বের কর্মসূচির ভিত্তিতে লড়ে, সেটা আর নতুন কোনো কথা নয়। এবারও লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বিজেপি হিন্দুত্বের কর্মসূচি সামনে আনছে। আগামী ২১ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনের পর যা রীতিমতো গতি পাবে। কিন্তু বিরোধীরা এবার নতুন বিষয় সামনে এনেছে। সেটা হলো, জাতিগত সংরক্ষণ। আরো সহজ করে বললে, ওবিসি বা অন্য অনগ্রসর জাতির জন্য আরো বেশি করে সংরক্ষণ। এর প্রথম পরীক্ষাটা হচ্ছে বিহারে। সেখানে ঝানু রাজনীতিক নীতীশ কুমার এই বিষয়টিকে সামনে আনাই নয়, তার উপর কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

নীতীশ কুমার প্রথমে জাতিগত সমীক্ষার ফলাফল সামনে এনেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিহারে ৯৪ লাখ পরিবারের আয় মাসে ছয় হাজার টাকা বা তার থেকে কম। দলিত ও আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশ গরিব। অন্য অনগ্রসরদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ গরিব। অতি অনগ্রসরদের মধ্যে প্রায় ৩৪ শতাংশ গরিব। অনগ্রসরদের মধ্যে যাদবদের অবস্থা খুব খারাপ। তিনটি যাদব পরিবারের মধ্যে একটি গরিব। মুসলিমদের মধ্যে শেরশাহবাদি ও ধুনিয়ারা অতি অনগ্রসরদের মধ্যে পড়ে। তাদের প্রায় ৩২ শতাংশ গরিব। মোমিনদের মধ্যে ২৮ শতাংশ ও কুঞ্জরাদের মধ্যে ৩০ শতাংশ গরিব। অনগ্রসর তালিকায় থাকা সূর্যপুরি মুসলিমদেরও প্রায় ৩০ শতাংশ গরিব। এর বাইরে শেখদের মধ্যে ২৬ শতাংশ, পাঠানদের মধ্যে ২২ শতাংশ, সৈয়দদের মধ্যে প্রায় ১৮ শতাংশ গরিব।

বিহারে উচ্চবর্ণের সংখ্যা ২০ লাখ ৪৯ হাজার। তার মধ্যে ছয় লাখ ৪১ হাজার জন সরকারি কর্মী। ফলে জনসংখ্যার তুলনায় তারা অনেক বেশি সংখ্যায় সরকারি চাকরিতে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই পরিস্থিতিতে দুইটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথমটি হলো, ৯৪ লাখ পরিবারকে দুই লাখ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো, তিনি ঘোষণা করেছেন, দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর, অতি অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ ৬৫ শতাংশ করে দেয়া হবে। এছাড়া আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু আছে। সবমিলিয়ে তাহলে সংরক্ষণের পরিমাণ হয়ে যাবে ৭৫ শতাংশ।

তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় হলো, ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দেয়া যায় না। কিন্তু নীতীশ কুমার বলেছেন, তিনি পথ বের করবেন। প্রথমে বিধানসভায় সংরক্ষণের প্রস্তাব পাশ করবেন। তারপর তা চালুর ব্যবস্থা করবেন। তবে কীভাবে তা তিনি জানাননি। কংগ্রেস এবার রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমতায় এলে তারা জাতিগত সমীক্ষা করবে এবং সেইমতো ব্যবস্থা নেবে। ফলে কংগ্রেসও যে নীতিশের পথে চলতে চাইছে, সেটা তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, সংরক্ষণের উপর থেকে ৫০ শতাংশের সীমা তুলে নিতে হবে। গরিবদের ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষমতায়ণ নিয়ে ফাঁকা বুলি দিলে হবে না, তাদের জন্য সত্যিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিজেপি এখন রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি। তার আগে এখন থেকে শুরু হচ্ছে নানা ধরনের কর্মসূচি। যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবারই তার মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন অযোধ্যায়। এই প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অযোধ্যায় হলো। তিনি নির্মীয়মান রামমন্দিরেও যান।

দিওয়ালিতে অয়োধ্য়ায় ২১ লাখ প্রদীপ জ্বলানো হবে। সরযূর ধারে লাখ লাখ প্রদীপ জ্বালবে। জানুয়ারি থেকে শুরু হবে রামমন্দিরকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠান। ২১ জানুয়ারি উদ্বোধনের পর থেকে এক মাস ধরে চলবে উদযাপন পর্ব।

ফলে হিন্দুত্বের হাওয়া তোলার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এছাড়াও আছে কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির ও মথুরায় কৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির নিয়ে বিশেষ প্রচারাভিযান। ১৯৮৯ সালে হিমাচলের পালামপুর অধিবেশনে বিজেপি প্রথমবার রামমন্দির আন্দোলনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯০ থেকে শুরু হয় আডবাণীর রামরথ যাত্রা। তার মোকাবিলায় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং নিয়ে আসেন মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টকে। তিনি ওবিসি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই কমণ্ডলকে ঠেকাতে মণ্ডল কমিশনকে হাতিয়ার করে লড়াই করাটাকেই ভারতে মণ্ডল বনাম কমণ্ডল বলা হয়। এবারও বিজেপির হিন্দুত্বকে ঠেকাতে নীতীশ কুমার রাহুল গান্ধীরা সেই সংরক্ষণকতেই হাতিয়ার করেছেন।

© Santosh Kumar/Hindustan Times/IMAGO

পাকিস্তান থেকে ফিরে যাওয়া আফগানদের ৬০ শতাংশই শিশুঃ জাতিসংঘ

জেনেভা : জাতিসংঘ ও আফগানিস্তানের সহযোগী সহায়তা সংস্থাগুলো মঙ্গলবার বলেছে, গ্রেপ্তার ও প্রত্যাবাসন এড়ানোর জন্য প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন শত শত আফগান পরিবার ফিরে যাচ্ছে। তাদের আগমন পরবর্তী সহায়তা প্রদানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে তহবিল প্রয়োজন। জাতিসংঘের মানবিক সমন্বয় সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, আগতদের ৬০ শতাংশেরও বেশি শিশু। তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অনেকে কয়েক দিন ধরে ভ্রমণ করছেন। তারা কোথায় ফিরবেন তা নিয়ে নিশ্চিত না ফলে সীমান্তে আটকা পড়েছেন। ঐ সংস্থার কান্ট্রি চীফ ড্যানিয়েল অনড্রেস, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার তোরখাম সীমান্ত ক্রসিং পরিদর্শনের একদিন পর সংস্থাটি, এক্সএ (পূর্বে টুইটার নামে পরিচিত) এই বিবৃতি জারি করেছে।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে পাকিস্তান সরকার ১৭ লক্ষ আফগানসহ বৈধ কাগজপত্র ছাড়া সমস্ত বিদেশীদের নির্বাসনের আদেশ দেয়। একই সাথে তারা সতর্ক করে দেয়, যারা ১ নভেম্বরের পরে দেশটিতে রয়ে গেছে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। দেশটির তালিবান সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দুই লাখেরও বেশি মানুষ আফগানিস্তানে ফিরে গেছেন এবং এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আফগানরা দেশে ফেরার জন্য পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় চমন সীমান্ত ক্রসিং ব্যবহার করছে। ফিরে আসা পরিবারগুলোকে তাৎক্ষণিক আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবা দিতে তালিবান সীমান্তের পাশে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি মঙ্গলবার বলেছে, তোরখামে চাহিদা অপরিসীম। প্রতিদিন শত শত পরিবার আসার সাথে সাথে এই চাহিদা কেবল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইআরসি আফগানিস্তানের সিনিয়র এরিয়া কো অর্ডিনেটর নাসিব মাশাল বলেন, ধারণা করা হচ্ছে আগামী ছয় মাস মানুষের আগমন অব্যাহত থাকবে। তিনি আরও বলেন, সামনে শীতে কম তাপমাত্রায় এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা খোলা আকাশের নীচে তাবু পেতে থাকা মানুষগুলোর জন্য ভীতিকর হয়ে উঠছে। মানবিক পদক্ষেপের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জরুরি তহবিল প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

কৃত্রিম মেঘ তৈরিতে ভারতের আইআইটি কানপুরের নজিরবিহীন সাফল্য, দিল্লির দূষণ সামলাতে নামাবেন বৃষ্টি

কানপুর (এজেন্সী) : কৃত্রিম মেঘ থেকে বৃষ্টি নামানোর গবেষণায় বড় সাফল্য পেয়েছেন ভারতের আইআইটি কানপুরের গবেষকরা। সে জন্য প্রায় বছর ছয়েক সময় লেগেছে তাদের।

কৃত্রিম মেঘ তৈরি করা বা রোপন করার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'ক্লাউড সিডিং'। যেভাবে ফসলের বীজ বপন করা হয়, তেমন ভাবেই আকাশে মেঘের বীজ বপন করা হয়।

বাতাসে যে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তা এই মেঘে ছড়ানো রাসায়নিক কণার চারপাশে ঘণীভূত হয়ে ছোট ছোট বরফ দানা তৈরি করে। তারপর যেভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় তেমনভাবেই এই বরফ দানা বাতাসের সংস্পর্ষে এসে ঘণীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে। এই পদ্ধতিকে 'নিউক্লিয়েশন' বলা হয়।

এবার ভারতের দিল্লি শহরের মারাত্মক বেড়ে যাওয়া বায়ুদূষণ প্রতিরোধে কানপুর আইআইটির গবেষকরা এই কৃত্রিম বৃষ্টি নামাবেন রাজধানীতে। দিল্লিতে বাতাসের গুণগত মান, এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের গ্রাফ ক্রমেই নিম্নমুখী। ধোঁয়াশায় বিপর্যস্ত দিল্লিবাসী। ধোঁয়াশার কারণে সারাদিন সূর্য প্রায় দেখাই যায় না। দিল্লির বাতাসে যানবাহনের ধোঁয়া আর ফসলের গোড়া পোড়ানোর ধোঁয়ায় বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা আর গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা সবসময়েই বেশি থাকে। শীতের মুখে তা বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন বাতাসের অ্যারোসল, কুয়াশা, ফসল পোড়া ছাই আর গ্রিন হাউস গ্যাসের সঙ্গে মিলে ঘন কালো ধোঁয়াশা তৈরি করে। চলতি বছরে এই ধোঁয়াশা শীতের শুরুতেই সাঙ্ঘাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশপাশের এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) যথাক্রমে ৪৩৮, ৪৯১, ৪৮৬ ও ৪৭৩। একমাত্র অঝোর বৃষ্টিই পারে এই ধূলিকণা ভরা দূষিত মেঘকে সরিয়ে দিতে। অসময়ের বৃষ্টি নামাতে একমাত্র ভরসা কৃত্রিম মেঘ, অর্থাৎ যে মেঘকে গবেষকরা বিশেষ উপায় তৈরি করেছেন। এই দূষণের মেঘ সরানোর জন্যই বৃষ্টি নামানোর পরিকল্পনা করছেন বিজ্ঞানীরা। বর্ষাকাল বিদায় নিয়েছে। তাই এখন বৃষ্টি নামাতে হলে কৃত্রিম মেঘ তৈরি করতে হবে। আইআইটি কানপুরের গবেষকরা এই কৃত্রিম মেঘ থেকেই অকাল বৃষ্টি নামাবেন দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। আগামী ২০-২১ নভেম্বর দিল্লিতে এই কৃত্রিম বৃষ্টি নামানো হতে পারে বলে জানা গেছে। আকাশে মেঘ ছড়ানোর জন্য বিমান বা রকেট ব্যবহার করতে পারেন গবেষকরা। ইতিমধ্যেই আইআইটি কানপুরের ক্যাম্পাসে ৫,০০০ ফুট উঁচুতে বিমান উড়িয়ে মেঘের উপর রাসায়নিক ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে মেঘের স্তরকে আরও ঘন করা যায়। কৃত্রিম ভাবে বৃষ্টির জন্য যে ধরনের মেঘের সাহায্য নেওয়া হয়, সেগুলিকে পরিবাহী মেঘ বলা হয়। যে যে এলাকায় দূষণের মাত্রা বেশি সেখানে গিয়েই এই মেঘ ছড়িয়ে আসা হবে। বিশেষ বিমানে করে কৃত্রিম মেঘ দিল্লির আকাশে ছড়াবেন গবেষকরা। তাদের আশা, এই কৃত্রিম মেঘ থেকেই স্বস্তির বৃষ্টি নেমে রাজধানীর আকাশকে দূষণমুক্ত করবে।

বায়ুদূষণ ▶ দিল্লিতে বাতাসের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে

দিল্লির দূষণে বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি, জানালেন এইমস এর চিকিৎসক

নয়া দিল্লি : রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ ভয়ঙ্কর মাত্রায় বেড়ে গেছে। বাতাসের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও গ্রিন হাউস গ্যাস শরীরে ঢুকে ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি করছে। দিল্লির প্রবল দূষণ সেখানকার বাসিন্দাদের ক্যান্সারের কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)। এইমস এর চিকিৎসক পীযূষ রঞ্জন বলেছেন, দূষিত বাতাস ক্যান্সার, ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে যারা সিগারেট খান, তাদের ক্ষতি বেশি। প্রায় ৭০০০ রকম রাসায়নিক, ধোঁয়ার মাধ্যমে তাদের শরীরে ঢোকে। তার মধ্যে থাকে বেনজিন এবং অ্যালডিহাইডস। এই দু'টি পদার্থই ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

ডা.রঞ্জন জানাচ্ছেন, দূষিত বায়ুতে নানা ধরনের ধূলিকণা থাকে, যা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর। কারখানা ও বিভিন্ন গাড়িতে ব্যবহৃত হওয়া জ্বালানির অংশ শ্বাসের সঙ্গে গিয়ে ঢোকে শরীরে। এরই পাশাপাশি থাকে কাঠের উনুন জ্বালানো কিংবা গাছ পোড়ানোর জেরে তৈরি হওয়া দূষণ। আর এখন পাঞ্জাব, হরিয়াণা থেকে খড়কুটো, ফসল পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়া এসে ধোঁয়াশা তৈরি করছে দিল্লির আকাশে। যানবাহনের ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়ার সঙ্গেই মিশছে ফসল পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়া। সব মিলিয়ে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বাড়ছে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, নানারকম রাসায়নিক কণার সঙ্গে মিশে লাগাতার শ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকছে ও ফুসফুসে গিয়ে জমা হচ্ছে। এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা, যাদের অ্যারোসল বলা হয়, তাদের আলাদা করে দেখতে পাওয়া যায় না। এই অ্যারোসলই ক্যান্সারের অন্যতম কারণ বলে দাবি করেছেন এইমস এর এই চিকিৎসক।

সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে অ্যালার্জি, এমনকি হৃদরোগেরও অন্যতম কারণ দূষণ। বায়ুদূষণের মারাত্মক প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কে, পাশাপাশি হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে দূষণ। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ বাড়লে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এর গতি বেড়ে যায়। রক্তবাহী ধমনীতে চর্বি জমে এই রোগ হয়। হার্টের ধমনীতে প্লাক বা কোলেস্টরলের স্তর জমতে থাকে। হার্ট অ্যাটাকের এটিও বড় কারণ। দূষণ এই রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া হৃদস্পন্দনের ছন্দ বদলে দিতে পারে দূষণ। বাতাসে ভাসমান বিষাক্ত কণা শরীরে ঢুকতে থাকলে হার্টরেট বেড়ে যেতে পারে।

দূষিত পরিবেশে বেশিদিন থাকলে ১০০ জনের মধ্যে ৩ জনেরই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। বাতাসে ভাসমান পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম বা সূক্ষ্ম ভাসমান কণা) হার্টের সমস্যার অন্যতম কারণ। পিএম ছাড়াও দূষিত বাতাসে থাকে নাইট্রোজেন, সালফার ও কার্বন মনোক্সাইড। এগুলির প্রভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে থাকে। সাম্প্রতিক বহু গবেষণায় উঠে এসেছে, বায়ুদূষণের ফলে ক্যান্সার, হৃদরোগ এমনকি অবসাদও বাড়তে পারে। বায়ুদূষণের মাত্রা যদি প্রতি ঘনমিটারে ১০ মাইক্রোগ্রাম কমানো যায়, তা হলে শ্বাসরোগ, হৃদরোগের মাত্রা তিন শতাংশ কমতে পারে।

প্রায় ২০০ বছর ধরে হয়ে আসছে মালদহের পাকুয়াহাটের শ্রী শ্রী আদি শ্যামা কালী মায়ের পূজো।জানা যায় নন্দী চৌধুরী নামে এক জমিদার এই পুজো চালু করেন

মালদা ঃ প্রায় ২০০ বছর ধরে হয়ে আসছে মালদহের পাকুয়াহাটের শ্রী শ্রী আদি শ্যামা কালী মায়ের পূজো।জানা যায়নন্দী চৌধুরী নামে এক জমিদার এই পুজো চালু করেন,তিনি জমিদারী ছেড়ে বর্ধমান যাওয়ার আগে পাকুয়াহাটের নয়টি গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে এই পুজোর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। পুরানো নিয়ম মেনে আজও আদি শ্যামা মায়ের পুজো হয়ে থাকে। ঐ এলাকায় লোকস্রুতি রয়েছে শ্যামা মায়ের কাছে যে যা মানত করে মা তাদের মনস্কামনা পূরণ করে। পুরনো রীতি মেনে কালী পুজোর পরের দিনই মায়ের বিসর্জন করে দেওয়া হয়। যদিও আগে পূজোর রাতেই বিসর্জন করা হতো সূর্য উদয়ের আগেই।কিন্তু বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের দর্শন করতে আসেন তাই এখন পরের দিন বিসর্জন করা হয়। এই পুজোকে ঘিরে বহু অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। এই পুজোকে ঘিরে বহুদূরান্ত থেকে ভক্তদের ঢল নামে। সারা বছর পূজো হয় মা কালীর। এই মা কালীর পুজোয় পাঠা বলির নিয়ম রয়েছে। পুজোর দিন কয়েকশো পাঠা বলি দেওয়া হয়।এই পুজোকে ঘিরে এলাকায় বসে মেলা। পাকুয়াহাট সহ তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা আজও নিয়ম নীতি মেনে পুজো করে আসছে মা শ্যামা কালীর।

চাকরি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তির সঙ্গে উত্তর কন্যার কোনো সম্পর্ক নেই উদয়ন গুহ

শিলিগুড়ি ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে উত্তরকন্যা সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত সঙ্গে উত্তরকন্যার কোন সম্পর্ক নেই। বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তর কান্নায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি জানান ধৃত ব্যক্তি উত্তরকন্যায় কর্মরত বলে বলা হচ্ছে কিন্তু অভিযুক্ত সঙ্গে উত্তরকন্যার কোন সম্পর্ক নেই। এমনটাই এদিন মন্ত্রী জানান।

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানোর বিরোধীতায় আন্দোলন CPIM এবং CITU কর্মী সমর্থকদের

জলপাইগুড়ি ঃ ডিজিটাল মিটারের বদলে ধীরে ধীরে গ্রাহকের বাড়িতে বসতে চলেছে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গিয়েছে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ।স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে গ্রাহকদের উপর বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে সিপিআইএম। সারা রাজ্যের পাশাপাশি শুক্রবার ধূপগুড়ি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অফিসের সামনে অবস্থান আন্দোলন শুরু করলো সিপিআইএম এবং সিআইটিইউ কর্মী সমর্থকরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য মুকুলেশ রায় সরকার, ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার, কৃষক সভার নেতা প্রাণ গোপাল ভাওয়াল সহ সিআইটিইউ নেতা কর্মীরা।এদিন বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি পথ চলতি মানুষের হাতে দাবি সম্মিলিত রিফ্লেট তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশের অভিযানে জব্দ লক্ষাধিক টাকার পটকা

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়া থানা সংলগ্ন হাটখোলা বাজারে এলাকায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায়, মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক বাড়িতে অভিযান চালাতেই ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হয়, তাই লক্ষাধিক টাকার আতশবাজি। ঘটনায় অভিযুক্ত পলাতক। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।

নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে দুঃসাহসিক ডাকাতি

মালদা ঃ নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে দুঃসাহসিক ডাকাতি। ডাকাতি করার পর পিকআপ ভ্যানে ইলেকট্রিক এবং ট্রান্সমিশন কাজের সামগ্রী বোঝাই করে চম্পট দিল সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল। মালদার ইংলিশ বাজার থানার নরহাট্টা অঞ্চলের সাতঘড়িয়ার কাঁটাবোনা এলাকার ঘটনা। শুক্রবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ গতকাল রাত্রে ১০ থেকে ১২ জনের এক সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল ওই এলাকায় থাকা ইলেকট্রিক এবং ট্রান্সমিশন কাজে ব্যবহৃত গোডাউনে হানা দেয়। এরপর নৈশ প্রহরীকে বেঁধে রেখে ভোররাত পর্যন্ত তান্ডব চালাই দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ এরপর পিক আপ ভ্যান নিয়ে এসে লোলার মেশিন সহ ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ডাকাতি করে সম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনাই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এর আগেও কিছুদিন আগে রংঙের দোকানে চুরি হয়েছিল। মাস না ঘুরতেই আবারো ডাকাতির ঘটনা ঘটায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু করেছে বিজেপি

আলিপুরদুয়ার ঃ রাজ্যের শাসক দল তৃনমূল কংগ্রেসের লাগামহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে পথে নামলো বিজেপি।শুক্রবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার বিএম ক্লাব ময়দান থেকে একটি বিরাট মিছিল কোর্ট মোড় পর্যন্ত পরিক্রমা করে।শহরের প্রানকেন্দ্র বক্সাফিডার রোড বন্ধ করে বিজেপি নেতাদের দীর্ঘক্ষন ভাষন চলে।এদিনের মিছিলে উঠে এসেছে তিহার জেল।যেখানে তৃনমূলের নেতারা বন্দী আছেন।অনুব্রত থেকে শুরু করে পার্থ সকলের মুখোশ পড়ে এদিন তিহারের ছবি তুলে ধরেছেন বিজেপি নেতা কর্মীরা।জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা ও কর্মীরা এদিন মিছিলে যোগ দেন।

পরে বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেন তৃনমূলের লাগামহীন দুর্নীতি চলছে।এর প্রতিবাদে এই মিছিল।পার্থ থেকে শুরু করে অনেক নেতা জেলে।সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।মনোজ বলেন যে এই দুর্নীতির মাথা তাকে গ্রেফতার করতে হবে।

রাজগঞ্জ থানা ও ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযজেন

জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জ থানা ও ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযজেন করা হলো।শুক্রবার রাজগঞ্জ থানার অধীনস্থ ফাটাপুকুর টোল গেট সংলগ্ন ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথে এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযজেন করা হয়। এদিন সিভিক ভলেন্টিয়ার,গাড়ি চালক সহ স্থানীয় বাসিন্দারা চক্ষু পরীক্ষা করান। এদিন বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হয়।

কোচবিহারে ইনসাফ যাত্রার প্রচারে র‍্যালি করলো ডি ওয়াই এফ আই

কোচবিহার ঃ ৭ই জানুয়ারি কলকাতার ব্রিগেডে রয়েছে জনসমাবেশ। তার আগে কোচবিহার জেলায় ইনসাফ যাত্রার প্রচারে র‍্যালি করলো ডি ওয়াই এফ আই।কোচবিহারের জেনকিন্স মোড় থেকে শুরু হয় ডিআইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রার র‍্যালি।সেই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্য নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। এদিন তিনি জেনকিন্স স্কুলের মোড়ে আযজিত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে শিক্ষা এবং কাজের দাবীতে সাধারণ মানুষকে ৭ই জানুয়ারি ব্রিগেডে জনসভায় অংশগ্রহণ করার আবেদন জানান।

পরিযায়ী শ্রমিকের পরিসংখ্যান জানতে গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালাবে জেলা প্রশাসন

মালদা ঃ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিসংখ্যান জানতে গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালাবে জেলা প্রশাসন। এক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের মোট চারজন কর্মী জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংসদ ভিত্তিক সমীক্ষা করবে। এর ফলে পরিযায়ী শ্রমিকদের সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে। শুক্রবার দুপুরে জেলা কালেক্টরেট ভবনের সামনে কর্মসাথী পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপের ট্যাবলোর শুভ সূচনা করার পর এমনটাই জানিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে মালদা জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এটা একটা বড় সাফল্য। শেষ দুয়ারে সরকার শিবিরে ২ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। চলতি বছর এই রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা মোট তিন লক্ষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

এদিন মালদা সদর মহকুমার পাশাপাশি চাঁচল মহকুমাতেও কর্মসাথী পরীযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপের ট্যাবলোর শুভ সূচনা করা হয়। জেলাশাসক ছাড়া দুটি এলাকাতেই প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশেই কর্মসাথী পরিযায়ী শ্রমিক পোটাল অ্যাপ চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। শ্রম দপ্তরের অধীনে মূলত মালদার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে। একজন পরিযায়ী শ্রমিকের নাম ,ঠিকানা, মোবাইল নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য এই অ্যাপের মাধ্যমেই রেজিস্ট্রেশন করবে শ্রম দপ্তর । পরিযায়ী শ্রমিক ও তার পরিবারের লোকেরা যাতে রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন , তার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংসদ ভিত্তিক বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদনপত্র দিবে শ্রম দপ্তরের কর্মীরা। যেসব গ্রামীণ এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, সেখানেই মূলত প্রচার চালানোর পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আবেদন পত্র দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোন পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজ করতে গিয়ে যদি কোনরকম দুর্ঘটনায় পড়ে অথবা নিখোঁজ হয়ে যান, তার সম্পর্কে পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপের মাধ্যমেই বিস্তারিত তথ্য সহজেই বের করে নিতে পারবে প্রশাসন। এক্ষেত্রে সেইসব শ্রমিকের পরিবার কেও আগামীতে সরকারিভাবে সহযোগিতার করার ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা থাকবে না। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এই ট্যাবলোর মাধ্যমে চলবে গ্রামীণ এলাকায় প্রচার। তারপরেই শুরু হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ।

বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করলো এসটিএফ। ঘটনায় গ্রেফতার কোচবিহারের বাসিন্দা দুই যুবক

শিলিগুড়ি ঃ বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করলো এসটিএফ।ঘটনায় গ্রেফতার দুই যুবক।ধৃতের নাম প্রদীপ সরকার এবং সুদীপ দাস।দুজনই কোচবিহারের বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে এসটিএফ এর কাছে খবর আসে যে মাটিগাড়া থেকে গাড়িতে করে গাঁজা পাচার করা হবে।এই খবর পেয়েই মাটিগাড়ার ফাঁসিদেওয়া আন্ডারপাসে অভিযান চালায় এসটিএফ।সেখানে একটি পিকভ্যানের ওপর সন্দেহ হয়।এরপর পিকআপ ভ্যানটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই গোপন চেম্বার থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে গাঁজা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ১৩৮ কিলোর বেশি।যার বাজারমূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা।ঘটনায় গাড়ির চালক এবং খালাসিকে এনডিপিএস অ্যাক্টের আওতায় গ্রেফতার করা হয়।ধৃত দুজনকে মাটিগাড়া থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ ধৃত দুজনকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মাদারিহাটে বুনো হাতির হানায় মৃত্যু হল এক কৃষকের

আলিপুরদুয়ার ঃ ফের মাদারিহাটে বুনো হাতির হানায় মৃত্যু হল এক কৃষকের । গতকাল রাতে মাদারিহাট ব্লকের মধ্য খয়েরবাড়ি এলাকায় বুনো হাতির দল হানা দেয়। এলাকার বাসিন্দা পেশায় কৃষক রাজেন বর্মণ এর ক্ষেতে বুনো হাতির দল হানা দেয়। এলাকা বাসিন্দাদের চিৎকার শুনে রাজেন বর্মণ ঘর থেকে বের হয় নিজের জমির ফসল দেখতে ঐ সময় একটি বুনো হাতি রাজেন বর্মণ এর উপর আক্রমণ চালায় এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে রাজেন বর্মণের মৃত্যু হয় মাদারিহাট পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এবং মৃতদেহ আজ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

শীতলকুচি এবং মাথাভাঙ্গার শিবপুর এলাকায় হাতির হামলায় ২ ব্যক্তির জখমের পর এবার মাথাভাঙ্গায় হাতির হামলায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির

কোচবিহার ঃ শীতলকুচি এবং মাথাভাঙ্গার শিবপুর এলাকায় হাতির হামলায় ২ ব্যক্তির জখমের পর এবার মাথাভাঙ্গায় হাতির হামলায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির।ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের দোলংমোড় সংলগ্ন পাড়াডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাউড়িকাটা এলাকার।জানা গেছে এদিন বয়স প্রায় ৬৫ এর বুদ্ধেশ্বর অধিকারী নামে এক বৃদ্ধ ধানের জমির পাশে ঘাস কাটছিলেন । সেই সময় হঠাৎই একটি হাতি সেখানে চলে আসে। সেই হাতির হামলায় জখম হন তিনি ।স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ রুরাল হসপিটালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা করে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া যেমন নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।তেমনি আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

তিস্তা নদীতে ভেসে আসা গোলাবারুদ উদ্ধার এবং সেল নিষ্ক্রিয় করার কাজ অব্যাহত সেনাবাহিনী এবং জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের

সিকিম ঃ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ৪ অক্টোবর সিকিম পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় তিস্তায়। পাহাড় থেকে নদীর জলে ভেসে আসে সেনা বাহিনীর সরঞ্জাম। যা ফেটে এক জনের মৃত্যু হয়। আহত হন একাধিক জন। সেনা ও পুলিশের যৌথ সার্চ অপারেশনে কিছুটা বিপদ মুক্ত হলেও এখনো পুরোপুরি বিপদমুক্ত নয় তিস্তার চর এলাকা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রামপঞ্চায়েত সংলগ্ন তিস্তাপার লাগোয়া সরদারপাড়া গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে তিস্তা নদীর চড়ে সিকিমে বিপর্যয়ের কারণে তিস্তা নদী দিয়ে ভেসে আসা বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র সহ সেনা ক্যাম্প থেকে নানান সামগ্রী সহ সেল উদ্ধারের পর সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার কাজ অভ্যাহত রয়েছে। এদিকে মাঝে মধ্যেই শোনা যায় বোমা ফাটানোর আওয়াজ। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে তিস্তা চড় এলাকায় গোলাবারুদ সহ সেনা ক্যাম্পের বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধারের পর তিস্তা নদী সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় সেনা ক্যাম্প থেকে ভেসে আসা সেল নিষ্ক্রিয় করার কাজ করে চলছেন। অপরদিকে জেলা পুলিশের তরফে তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় মানুষজনকে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের নজরদারি রয়েছে তিস্তা নদী সংলগ্ন বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নন্দরপুর বোয়ালমারী নদীচর এলাকা। তবে ধীরে ধীরে এই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠছে বলে জানান এসজেডিএর সদস্য তথা বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান কৃষ্ণ দাস। তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকার অসহায় কৃষকেরা এই আতঙ্কের মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষিকাজে জমিতে ফসলের কাজে নেমেছেন। তবে এখনো জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে তিস্তা নদীতে ভেসে আসা মৃতদেহ শনাক্ত করতে সিকিমের বিপর্যয় নিখোঁজ আত্মীয়পরিজনদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়।

দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেখা যায় ছয়টি হাতির একটি দল

কোচবিহার ঃ সকালে দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেখা যায় ছয়টি হাতির একটি দল। গতকাল দিনভর চেষ্টার পরেও হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফেরাতে ব্যর্থ হয় বনদপ্তর। দিনহাটার পর এবার শীতলকুচিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ওই ৬টি হাতির দল টি। আজ সকালে শীতলকুচিতে হাতির হামলায় জখম হন আব্দুল লতিফ মিয়া নামে এক ব্যক্তি।তাকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা কোচবিহারে রেফার করেন।হাতির হামলায় ওই ব্যক্তির পা ভেঙেছে এবং বুকে আঘাত লেগেছে বলে জানা গেছে।এরফলে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কোটি টাকার হরিণের সিং সহ দুজনকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ কোটি টাকার হরিণের সিং সহ দুজনকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ।আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে .ধৃতদের নাম গোবিন্দ মণ্ডল ও প্রীতম রায়।গোবিন্দ আমবাড়ি এবং প্রীতম আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার বাসিন্দা।ধৃতরা একটি ব্যাগে করে হরিণের সিংগুলিকে বিক্রি করতে নিয়ে এসেছিল। বিষয়টি জানতে পেরে এসওজি এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গোবিন্দ ও প্রীতমকে গ্রেফতার করে।তাদের কাছ থেকে তিনটি হরিণের সিং উদ্ধার করেছে পুলিশ।যার আনুমানিক বাজার মূল্য কোটি টাকা।আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

কলেজে পড়াশোনার ফাঁকে বাড়িতে উৎপাদিত শাক সবজি বিক্রি করেন জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্র অনুপ দাস

জলপাইগুড়ি ঃ কলেজে পড়াশোনার ফাঁকে বাড়িতে উৎপাদিত শাক সবজি বিক্রি করেন জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্র অনুপ দাস। আনন্দচন্দ্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অনুপ। প্রতিদিন কলেজে আসার সময় বাড়ি থেকে ব্যাগে করে বিভিন্ন রকমের শাক নিয়ে আসেন শহরে। সেগুলো বিক্রি করে কলেজে ক্লাস করতে যান। কলেজ শেষে বিকেলেও শাক বিক্রির পাশাপাশি জমির ফসলের পরিচর্যা করেন মেধাবী ছাত্র অনুপ। শহরে যাতায়াতের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে একটি স্কুটি কিনেছেন। এই স্কুটিতে করেই পালং, মুলা, সরষে ও লাল শাক সহ ধনে পাতা বিক্রি করেন অনুপ। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শাক বিক্রি করতে দেখা যায় তাঁকে। অনুপ জানান, বাবা মুকুল দাস বাড়িতেই এইসব শাক সবজি উৎপাদন করেন। সেগুলো তিনি শহরে এসে ফেরি করে বেড়ান। এভাবেই পড়াশোনা ও শাক বিক্রি করে নিজের জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন অনুপ। যা দেখে অভিভূত জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যেখানে মোবাইল ফোন নিয়ে হইহুল্লর করে জীবন কাটাচ্ছেন সেখানে অনুপের মতো ছেলেরা যেন এক নতুন অধ্যায় তৈরি করছেন।

দুই পরিচিত মানুষ একে অপরকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করলেন

উত্তর দিনাজপুর ঃ এ যেন আদিম কালের ঘটনা, দুই পরিচিত মানুষ একে অপরকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করলেন। ঘটনায় একজনের আঙুল কামড়ে ছিড়ে নিলেন অপরজন। পালটা অন্যজন প্রতিদন্ধীর বুকে কামড়ে করলেন গভীর ক্ষত। গ্রাম্য মস্করা থেকে দুই পরিচিত ব্যাক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি যে কয়েক মুহুর্তে এমন রূপ নেবে ভাবতে পারেননি কেউ। ঘটনায় একজনের হাতের আঙুল কামড়ে ছিড়ে দেওয়ার অভিযোগ অন্যজনের বিরুদ্ধে।

দেড় বছর মেলে নি বেতন অবস্থান বিক্ষোভ মৎস্য দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীদের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ আঠারো মাস অর্থাৎ দেড় বছর ধরে বেতন মিলছে না রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অন্তর্গত মৎস্য দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীদের । প্রতিবাদে বুধবার সিউড়ি শহরে মিছিল করে কমীরা । প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে । দীনবন্ধু নন্দন বলেন, দীর্ঘ সাত আট বছর কাজ করা সত্ত্বেও স্থায়ীকরণ করা হয় নি ।চন্দ্রনাথ সিংহ মৎস্যমন্ত্রী থাকাকালীন বীরভূম জেলায় পাঁচটি প্রোজেক্ট চালু করেছিলেন । দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না, দুই বছর দুর্গাপূজা ঈদের বোনাস পাই নি । ইপিএফ চালু হয় নি । দুইবছরের দুর্গাপূজা ঈদের বোনাস সহ আঠারো মাসের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছি । বল্লভপুর ফিসারিজ প্রোজেক্টর কমী সুস্মিতা লোহার বলেন, আগে তিনবার ডিএম স্যারকে জানিয়েছি কিন্তু কোনো সুরাহা হয় নি । দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেচছে তাই অবস্থান বিক্ষোভে বসেছি । লম্বোদরপুর ফিসারিজ প্রোজেক্টর অস্থায়ী কর্মচারী কার্তিকচন্দ্র দে বলেন, বীরভূম জেলার পাঁচটি ফিসারিজ প্রোজেক্টর অস্থায়ী কর্মচারীরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছি । পুজোয় বাচ্চাদের জামা প্যান্ট দিতে পারি নাই । দোকানদাররা আমাদের ধার দিচ্ছে না । হাইকোর্ট বলেছে তিনমাসের মধ্যে আমাদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে কিন্তু আমাদের দপ্তর হাইকোর্টের নির্দেশ মানছে না । প্রশাসন সুরাহা না করলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত সাতেরো অক্টোবর অফিসে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বল্লভপুর ফিসারিস প্রজেক্ট দপ্তরের কমীরা ।

স্টোনম্যান আতঙ্ক ‌- মহম্মদবাজারে উদ্ধার থেঁতলানো মৃতদেহ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ফের বীরভূম জেলায় স্টোন ম্যান আতঙ্ক - সদর শহর সিউড়ির পর এবার ঘটনাস্থল মহম্মদবাজার । বুধবার সকালে মহম্মদবাজার ব্লকের রামপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুরগাবনি এলাকায় এক যুবকের থেঁতলানো রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পাই স্থানীয় বাসিন্দারা । মৃতদেহের মাথার কাছে পড়েছিল তিনটি ভারী পাথর । ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরেই টোলট্যাক্স আদায় করার জায়গা । মৃত যুবকের পরনে নীল গেঞ্জি ও জিনস প্যান্ট ছিল । মৃতদেহের পরিচয় জানা যায় নি । স্থানীয় বাসিন্দা রহমান মিঞা বলেন, খবর পেয়ে দেখতে আসি । পুলিশ এসেছিল । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত আঠাশে অক্টোবর সকালে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে কাছে কলেজপাড়া রাস্তায় রক্তাক্ত থেঁতলানো মৃতদেহ উদ্ধার হয় । সেই ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ ।

এবার ব্যাবসায়ী দীনেশ গরাই এর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

আসানসোল ঃ ব্যাবসায়ীর গাড়ি লক্ষ করে গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশ চারজন কে গ্রেফতার করেছে।এই বার এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হলো ব্যবসায়ী দীনেশ গরাই এর বিরুদ্ধে আসানসোলের উত্তর থানার কন্যাপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের।শুধু তাই নয় ব্যবসায়ী দীনেশ গরাই এর ঘনিষ্ট ফটিক বাউরি ও কাজল মন্ডলের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ।অভিযোগকারী অরুন বাউরি।অভিযোগ কারী অরুন বাউরির বক্তব্য যে সোমবার দিন জমিতে জেসিবি দিয়ে কাজ করার সময় দীনেশ গরাই এসে বন্দুক ঠেকিয়ে কাজ বন্ধ করার কথা বলেন রংবাজি চায় এবং মারধর করে বলে অভিযোগ।দীনেশ গোরাই রংবাজি করে তার বাগানে গুন্ডা দের আশ্রয় থাকে।তবে এই বিষয়ে ব্যবসায়ী দীনেশ গরাই বলেন জমি সংক্রান্ত বা এই ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো মিথ্যে অভিযোগ যেহেতু এই ঘটনায় তাঁদের চারজন গ্রেফতার হয়েছে।প্রশাসনের প্রতি তার আস্থা রয়েছে ন্যায্য বিচার করবে।

বর্ধমান পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড পিলখানা লেন এলাকায় পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ

বর্ধমান ঃ বর্ধমান পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড পিলখানা লেন এলাকায় পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পরিদর্শনে গিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকারের। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে বর্ধমান পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পিলখানা লেন এলাকার একটি পুকুরের পাশে, কার্যত পুকুরের পার দখল করে প্রায় চার কাঠা জায়গায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে বাড়ির মালিক শেখ মকবুল আহমেদের বিরুদ্ধে। যদিও তিনি এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই খবর পাওয়া মাত্রই বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার তড়িঘড়ি ওই জায়গাটি পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন করার পর বাড়ির মালিককে ডেকে নির্মাণকার্য বন্ধ করার নির্দেশ দেন। চেয়ারম্যান বলেন এই নির্মাণ কার্য করার জন্য যে নথি থাকা দরকার, দলিল, পর্চা, প্লান, এবং অন্যান্য সমস্ত কাগজপত্র আজকেই পৌরসভায় নিয়ে এসে জমা দিতে হবে। সেই সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে যদি মনে হয় এই নির্মাণ কার্য বেআইনিভাবে করা হচ্ছে তাহলে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই আজকের মত সমস্ত নির্মাণ কার্য বন্ধ করা হলো। বাড়ির মালিক শেখ মকবুল আহমেদ জানান,আমার কাছে এই বাড়িটি তৈরি করতে যে সমস্ত নথি থাকা দরকার তা সবই রয়েছে। পৌরসভার প্লান থেকে শুরু করে দলিল, পর্চা।

আজকের দিনটি

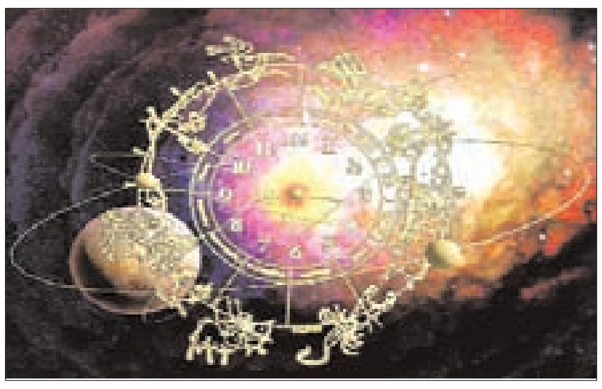

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আটক করা হয়েছে দেড় লাখ টাকার কাঠসহ পিকআপ ভ্যান

আলিপুরদুয়ার: ফের বড়সড় সাফল্য পেল বন দপ্তর। পাচারের আগেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে বান্ধাপানির জংগলে অবৈধ সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি একটি পিকআপ ভ্যান আটক করল জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দলগাঁও রেঞ্জের বন কর্মীরা।

জানা যায়, রুটিন মাফিক টহল দেবার সময় বান্ধাপানি বিটের বন কর্মীরা সেগুন কাঠ বোঝাই পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেন।ঘটনা স্থলে পৌঁছে যান দলগাঁও রেঞ্জের বন কর্মীরা।

তবে বন কর্মীদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরে কাঠ চোরের দল গাড়ি ফেলে জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যায়। বনকর্মীরা সেগুন কাঠের গুড়ি সহ গাড়িটিকে আটক করেন।

দলগাঁও রেঞ্জের রেঞ্জার ধনঞ্জয় রায় বলেন, টহল দেবার সময় ১৩ টি অবৈধ সেগুন কাঠের গুড়ি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি একটি গাড়িটি আটক করা হয়।উদ্ধারকৃত কাঠের অনুমানিক বাজার মূল্য দেড় লক্ষাধিক টাকা।তবে চোরাকারবারিরা জংগলে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা যায়নি।।তিনি আরো বলেন, জংগল বাঁচাতে কাঠ চোরদের বিরুদ্ধে অবিরাম অভিযান চালিয়ে যাবেন।

যাত্রীবাহী বেসরকারি বাসের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল চার পর্যটকের

কলকাতা : যাত্রীবাহী বেসরকারি বাসের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল চার পর্যটকের। জানা গিয়েছে কলকাতা থেকে একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে চারজন দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। দিঘা নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে কাঁথি শকুন্তলা লজের সামনে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রাইভেট গাড়িতে থাকা চালক সহ চারজন গুরুতর জখম হন। প্রাইভেট গাড়িতে থাকা চালক সহ চারজন গুরুতর জখম হন। ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হলেও বাকি তিনজন অশান্তজনক অবস্থায় কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানেই চিকিৎসক চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে কাঁথি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দুর্ঘটনা গ্রস্ত দুটি গাড়ি সরিয়ে যানজট স্বাভাবিক করে। জানাগেছে, যাত্রীবাহী বেসরকারি বাসটি দিঘা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি প্রাইভেট গাড়িটি। কাঁথির শকুন্তলা লজের সামনে এলে দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অশান্তজনক অবস্থায় কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানেই চিকিৎসক চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে কাঁথি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দুর্ঘটনা গ্রস্ত দুটি গাড়ি সরিয়ে যানজট স্বাভাবিক করে।

জেলা হাসপাতালে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস পালন করা হয়

কলকাতা : জেলা হাসপাতালে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস পালন করা হয়। গত ২৯ শে অক্টোবর বিশ্ব স্ট্রোক দিবস থাকলেও ছুটির দিন হওয়াতে ১ লা নভেম্বর আসানসোল জেলা হাসপাতালে পালন করা হয়। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ শুভজিৎ দত্ত জানান বর্তমানে স্ট্রোকে আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিছু সাবধনাতা অবলম্বন করলে স্ট্রোকের কারণে মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব। তিনি জানান কারোর ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাওয়া, চলার ও বলার অসুবিধা, বুকে ব্যাথা সহ বিভিন্ন অসুবিধা হলে তৎক্ষনাৎ স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও জেলা হাসপাতালে চার ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা করলে মৃত্যুর হার আটকানো যাবে। বর্তমানে জেলা হাসপাতালে স্ট্রোকের জন্য সরকার থেকে দামী ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে যা প্রয়োগ করে অনেক রুগী ভালো হয়ে বাড়ী গেছেন জনগণের কাছে আবেদন কারোর স্ট্রোক হবার আশঙ্কা মনে হলে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে। বুধবার বিশ্ব স্ট্রোক দিবস পালনে উপস্থিত ছিলেন সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস, সহকারী সুপার ভাস্কর হাজরা।

প্রেমিকার ছবি বিকৃত করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিক সহ প্রেমিকার দুই বান্ধবী

কলকাতা : প্রেমিকার ছবি বিকৃত করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিক সহ প্রেমিকার দুই বান্ধবী গত আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ বাগদার এক তরুণী বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় তার ছবি বিকৃত করে সমাজের মাধ্যমে ছড়ানো অভিযোগে বাগদার বাসিন্দা যুবক সৌমেন মল্লিক (২৫) সহ তার দুই বান্ধবীর নামে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই যুবক ও তার দুই বান্ধবীকে গ্রেফতার করে।

জানাযায় বাগদার যুবক সৌমেন মল্লিকের সাথে ওই তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল।গত বছর রথের সময় সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। এরপর থেকে বিভিন্নভাবে সৌমেন ওই তরুণীকে মানসিক অত্যাচার করতে থাকে যার কারণে তরুণী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। এরপর তার ছবি বিকৃতি করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় ওই যুবক ও তার দুই বান্ধবী এমনটাই অভিযোগ। এরপর ওই তরুণী বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়। পুলিশ সৌমেন ও দুই বান্ধবীকে গ্রেফতার করে। ধৃত দের আজ বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

যাত্রীবাহী বাস এবং বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ১২ জন

কোচবিহার : যাত্রীবাহী বাস এবং বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ১২ জন। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ দিনহাটা কলেজের সামনে একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে একটি বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আহত হয় দুই গাড়ির চালক সহ ১২ জন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অবস্থা সংকট জনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীরা ছুটে আসে এবং আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে বোলেরো গাড়িটি কোচবিহার থেকে দিনহাটার দিকে আসছিল। বোলেরো গাড়িতে বেশ কয়েক জন যাত্রী ছিল। পাশাপাশি যাত্রীবাহী গাড়িতেও ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিল। যারা দিনহাটা থেকে কুচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দিনহাটা থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কোচবিহার থেকে বোলেরোটি দিনহাটায় আসছিল। বোলেরো টি প্রচন্ড গতিতে এসে বাসের সামনে সরাসরি ধাক্কা মারে বাসটিকে।

নিতা আম্বানির জন্মদিনে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ বীরভূমে

কলকাতা : রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের কর্ণধার নিতা আম্বানির জন্মদিনে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হল বীরভূমের মল্লারপুরে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নঙ্গসুভার অফিস থেকে সংস্থার পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার বিজয় সাহা জানান, ম্যাডামের জন্মদিনে প্রতিবছর দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকে সংস্থা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবার জেলার লাভপুর, মল্লারপুরে ৭০০ জনের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে।

নঙ্গসুভা র সম্পাদক সাধন সিনহা বলেন, প্রত্যন্তঅঞ্চলের পক্ষ থেকে প্রতিবছর আমাদের মাধ্যমে দুঃস্থ আদিবাসীদের মধ্যে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। খাদ্য সামগ্রীতে রয়েছে চাল, ডাল, তেল, লবণ রান্নার সমস্ত মশলা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মল্লারপুর হাসপাতালের রোগী এবং মালক্ষি গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে মোট সাড়ে চারশো মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলাকালীন কলকাতায় বেটিং চক্রের পর্দা ফাঁস করল কলকাতা পুলিশ, ভিন রাজ্যের ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

কলকাতা : বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলাকালীন কলকাতায় বেটিং চক্রের পর্দা ফাঁস করল কলকাতা পুলিশ।।

ভিন রাজ্যের ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য আজ কলকাতার ইডেন গার্ডেনে কিছু খেলাও ছিল। গতকাল রাতে কলকাতায় শেক্সপিয়ার থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবর পেয়ে অভিযান চালান তারপর আজ দুপুরে ৩ জনকে গ্রেফতার করেন পুলিশ। যাদের মধ্যে ২ জন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা এবং আর একজন দিল্লির বাসিন্দা। শেক্সপিয়ার সরণি এলাকায় এক হোটেল থেকে এই ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে শেক্সপিয়ার থানার পুলিশ। মূলত তাদের কাছ থেকে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে উঠে এসেছে পুলিশের তাতে জানা গেছে যে, তাদের ওপরে মূলত যারা আছেন তারা দুবাই থেকে এই বেটিং চক্র চালাচ্ছেন। বর্তমানে মূল মাথার সন্ধানে পুলিশ।।

টোটো চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভে সামিল অটোচালকেরা

শিলিগুড়ি : হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়ির প্রধান রাস্তা গুলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো। যার জেরে মাঝেমধ্যেই অটো এবং টোটো চালকদের মধ্যে বচসা সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি বুধবার শিলিগুড়ি চম্পাসারী এলাকায় এক অটোচালককে মারধর করার অভিযোগ ওঠে এক টোটো চালকের বিরুদ্ধে।যার জেরে গতকাল শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি এলাকায় সিটি অটো বন্ধ রেখে প্রতিবাদে সরব হয়েছিল অটোচালকেরা।একইভাবে বৃহস্পতিবার ও টোটো চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে মাল্লাগুড়ি এলাকাতে সিটি অটো বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় অটোচালকেরা।বিক্ষোভকারী অটোচালকদের দাবি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় শিলিগুড়ির প্রধান সড়কে কি ভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো? প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে এদিন অটোচালকদের সাথে বৈঠকে বসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কর্তারা। অটোচালকদের দাবি অবিলম্বে সুরাহা না হলে আগামীদিনে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশনে করা হলো সেলফি জোন

উত্তর দিনাজপুর : রেলের কাটিহার ডিভিশনের পক্ষ থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশনে সেলফি জোন করা হলো।উন্নতত্তর যাত্রী পরিষেবা থেকে শুরু করে আধুনিক রেল স্টেশন নির্মাণ। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে ভারতবর্ষের যেসব রেল স্টেশনের আধুনিকরণ করা হবে সেই সব স্টেশনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশন।খুব শিগ্রই যোর কদমে কাজ শুরু হবে আধুনিকরণের রেলস্টেশনে।তার আগেই রেলের কাটিহার ডিভিশনের পক্ষ থেকে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক সহ একটি সেলফি জোন করা হয়েছে।সেলফি জোনে বেশ কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।সেলফি জোনে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রেল যাত্রীরা ছবি তুলছে।রেলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষেরা।

জি ২০ কে সামনে রেখে দার্জিলিং এ বিশেষ বৈঠকে রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি : নজরে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের স্বার্থ।সেই লক্ষ্যেই জি ২০ কে সামনে রেখে শৈলরানী দার্জিলিং এ বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতে শিলিগুড়ি পৌঁছালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার সকালে শহর শিলিগুড়ি লাগোয়া শালবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি রিসর্ট থেকে রওনা হন তিনি।এদিনই তার কলকাতা ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে বলেই বিশেষ সূত্রে খবর।দার্জিলিং এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতেই এবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন রাজ্যপাল।এদিন সকালে দার্জিলিং রওনা হওয়ার আগে শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,বিশেষ কিছু অতিথিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে।সেই বৈঠকের ফল উত্তরবঙ্গের মানুষের কাজে আসবে। অন্যদিকে, রাজ্যের রেশন দুর্নীতি ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট উত্তরে জানান,এখন দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার সময় নয়।

রাজ্য জুড়ে রেশন দুর্নীতির মাঝেই একগুচ্ছ ডিজিটাল রেশন কার্ড উদ্ধারে চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর : রাজ্য জুড়ে রেশন দুর্নীতির মাঝেই রায়গঞ্জে একগুচ্ছ ডিজিটাল রেশন কার্ড উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ শহরের ১ নং ওয়ার্ডের পূর্ব সুদর্শনপুরের মাস্টারপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেশন কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিকে সকাল থেকেই এই ঘটনায় এলাকাবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কৌতূহল বশত ভীর জমান স্থানীয়রা ও পথ চলতি সাধারণ মানুষ।রাজ্যে যখন রেশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড়, ঠিক তখনই এই ঘটনায় রীতিমতো হতবাক বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

দিনহাটায় দাপিয়ে বেড়াল হাতির দল, জখম ১

কোচবিহার : সাত সকালে হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল পরিস্থিতি দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীর হাট এলাকার বাসিন্দাদের। ভোর পাঁচটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা লোকালয়ে ছয়টি হাতি দেখতে পায়। গ্রামে হাতি ঢোকার খবর নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। হাতি দেখতে ভিড় করে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় হাতির সামনে পড়ে গুরুতর যখম হয় এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে গোটা এলাকা চাষে বেড়াচ্ছে হাতি ছয়টি। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে ক্রমশ। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে অন্যদিকে হাতি দেখার জন্য ভিড় করছে স্থানীয়রা। যার ফলে ক্রমশ বেড়েই চলেছে বিপদের ঝুঁকি। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বন দপ্তরের কর্মী এবং পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানবেন্দ্রনাথ রায় জানান, সকাল ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ হাতিগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়।বনদপ্তরে খবর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ হাতি দেখতে ভিড় করছে। তবে যেভাবে হাতিগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। বহু ফসল নষ্ট হয়েছে ইতিমধ্যেই স্থানীয় এক বাসিন্দা হরেন বর্মন আহত হয়েছে হাতির হামলায়। তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোচবিহার বনদপ্তর এর এ ডি এফ ও বিজন নাথ জানান, এলাকায় ছয়টি হাতি দেখা গিয়েছে।ইতিমধ্যেই বনদপ্তর কর্মীরা হাতিগুলোকে পুনরায় জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় একজন বাসিন্দা হাতির হামলায় আহত হয়েছে। তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রেশন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে খাদ্য ভবনে স্মারকলিপি দিল ভারতীয় জনতা পার্টি

শিলিগুড়ি : রেশন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে অবস্থিত দার্জিলিং জেলার খাদ্য ভবনে স্মারকলিপি দিল ভারতীয় জনতা পার্টি।উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। খাদ্য বন্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হয়েছে এমনই অভিযোগ ওই স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়। সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, খাদ্য দপ্তরে যে সমস্ত আধিকারিকেরা রয়েছে তারা কোথায় কিভাবে কাজ করেছে? কোন সামগ্রী কিভাবে বন্টন হয়েছে বিভিন্ন আধিকারিকদের যাবতীয় সম্পত্তি কি রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসকেও কটাক্ষ করেন তিনি। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে যে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন বিধায়ক।

যে মেলা থেকে শাখা পলা পরলে অক্ষত থাকে সিঁথির সিঁদুর

জলপাইগুড়ি : উৎসবের মরসুম চলছে গোটা দেশ জুড়ে,পিছিয়ে নেই উত্তরের বিভিন্ন জনপদ।বিশেষ করে উত্তরের জনপদে এই সময়ে প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো গ্রামে চলছে স্থানীয় রীতিনীতি মেনে পুজো সহ মেলা।এমনই এক মেলা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধা মালির সর্দার পাড়ায়,চলবে তিন দিন। স্থানীয়দের কাছে মহারাজের মেলা নামেই পরিচিত এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ গৃহবধূদের নতুন শাখা পলা পরার রীতি।একদিকে যেমন একদিনেই দুর্গা, কালী সহ জয়া বিজয়ার পুজো সম্পন্ন হয় তার সঙ্গে গ্রামের মাঠ জুড়ে বসা মেলায় অন্যতম আকর্ষণ নতুন শাখা পলা পরা।এই প্রসঙ্গে পুজো দিয়ে নতুন শাখা পরে গৃহবধূ পিংকী রায় বলেন, কত বছর থেকে এই পুজো এবং মেলা সেটা বলতে না পারলেও তবে এটা জানি অনেক পুরনো এই মহারাজের মেলা এবং জয়া বিজয়ার পুজো।অপর এক পুনারী গাগী রায় জানালেন, পাশের গ্রামেই শশুর বাড়ী পুজো দিতে এসেছি তার সঙ্গে অবশ্যই নতুন শাখা পলা হাতে পরেছি। মেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ বিনয় কুমার রায় বলেন, এবারে মহারাজের মেলার ১৪২ তম বর্ষ, এই মেলার বিশেষত্ব এই অঞ্চলের গৃহবধূদের বিশ্বাস যে মহারাজের মেলা থেকে হাতে শাখা পলা ধারণ করলে স্বামীর সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি হয়।

শিলিগুড়িতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার কাফ সিরাপ, গ্রেফতার দুজন

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং প্রধাননগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শিলিগুড়িতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার কাফ সিরাপ।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে।ধৃতদের নাম দুলাল চৌধুরী(৪০)এবং দিলীপ দাস(৪৬)।ধৃতরা সবাই উওরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের বাসিন্দা।

গতকাল রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় এসওজি এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ।সেখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের বোর্ড লাগানো একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে পুলিশ।গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ।যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লক্ষ টাকা।আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

টুকরো খবর

মহদিপুর এলাকা থেকে এক বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো ইংরেজবাজার থানার পুলিশ

মালদা : মহদিপুর এলাকা থেকে এক বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে পুলিশি হেফাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম ফিরোজ আলি (২১)। তার বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের লাহাপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল ফিরোজ। এরপর সে মালদার ইংরেজবাজার থানার যদুপুর এলাকায় কয়েকদিন ধরে আশ্রয় নিয়েছিল। বুধবার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহদিপুর এলাকায় সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করেছিল ওই যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাতেই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মহদিপুর এলাকা থেকে ফিরোজকে গ্রেফতার করে।

কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বৈঠক আয়োজিত

মালদা : রতুয়া ২ ব্লক প্রশাসন ও পুখুরিয়া থানার পুলিশের উদ্যোগে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বৈঠক আয়োজিত হলো। বৃহস্পতিবার রতুয়া ২ ব্লকের একটি ভবনে এই বৈঠক করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া ২ ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা, পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী, জেলা পরিষদের সদস্য সামসুল হক ও অর্পিতা উপাধ্যায় কুমার, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত কর্মকার সহ কালী পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। কালী পুজো যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হয় সেব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সকলে মিলেমিশে উৎসবের দিনে আনন্দে উপভোগ করতে পারে তার জন্য সকল প্রান্তের পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে গভীর রাতে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে

মালদা : ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে গভীর রাতে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। পুত্রবধূকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন শাশুড়ি। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার রায়পুর এলাকায়। আহত ওই গৃহবধূ ও তার শাশুড়িকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী পার্থ পান্ডের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত গৃহবধূর পরিবার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে রায়পুর এলাকায় একটি মেলা বসেছিল। সেই মেলাতেই ওই গৃহবধূর স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গিয়েছিলেন। রাতে বাড়িতে ২০ বছর বয়সী গৃহবধূ একাই ছিলেন। সেই সময় প্রতিবেশী যুবক পার্থ পান্ডে ওই গৃহবধূকে একা পেয়ে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টার পাশাপাশি মারধর করে বলে অভিযোগ। পুত্রবধূর আত্মচিৎকার শুনে বৃদ্ধা শাশুড়ি ছুটে যান। কিন্তু অভিযুক্ত ওই যুবক ওই বৃদ্ধাকেও মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে অভিযুক্ত এলাকা থেকে পালিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ বাড়ি ভাঙচুর করল শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি : পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্যসেন কলোনি এলাকায় একটি অবৈধ বাড়ি ভাঙচুর করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালায় পুরনিগমের কর্মীরা। জানা গিয়েছে প্রায় এক বছর আগে এই অবৈধ নির্মাণ তৈরির কাজ শুরু হয় ওই এলাকারই এক বাসিন্দা এই বিষয়ে পুরনিগমকে অভিযোগ জানায়। তারপর একাধিকবার পুরনিগমের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হলেও সেই নোটিসে কর্ণপাত করেনি বাড়ির মালিক। পরবর্তীতে ওই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আদালতে মামলা করে এক প্রতিবেশী। সেই মামলার ভিত্তিতে এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এদিন সেই বাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইকের আলিপুরদুয়ারের ফ্ল্যাটে অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতী হামলা আটক তিন

আলিপুরদুয়ার : রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইকের আলিপুরদুয়ারের ফ্ল্যাটে অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতী হামলা।আটক তিন।আলিপুরদুয়ারে রাতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে দুষ্কৃতীকারীরা। জানা গেছে বুধবার রাত এগারটা নাগাদ কয়েকজন দুষ্কৃতী রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইকের ফ্ল্যাটে ঢোকে।তারা জনৈক খোকনের খোঁজে এসে ঢুকে পরে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইকের কক্ষ ফ্ল্যাটে।তখন সেখানে বিজেপি দলীয় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছিল।তৃনমূল কর্মীরা তাদের ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।তারা চপার জাতীয় অস্ত্র নিয়ে এসেছিল।তা পুলিশ উদ্ধার করেছে।ফ্ল্যাটের সেক্রেটারি নিলাদ্রি বসু বলেন,এদিন রাত এগার টা নাগাদ তিন জন এসে ফ্ল্যাটে ঢোকে।ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার কে টেনে হেঁচড়ে লিফটের সামনে নিয়ে যায়।প্রচন্ড গালিগালাজ করতে থাকে।কেয়ারটেকার কে মারধর করে।ওরা কক্ষ ফ্ল্যাটে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়।এটাতে থাকেন রাজ্যসভার সাংসদ।ওখানে মিটিং চলছিল।ওই তৃনমূল কর্মীরা তাদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বিএসএফের সোনা পাচারের একটি বড় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে এবং ভারতবাংলাদেশ সীমান্তে ৪.৩৩ কোটি টাকা মূল্যের ৬০ টি সোনার বিস্কুট সহ এক পাচারকারীকে ধরেছে

উত্তর ২৪ পরগনা : দক্ষিণ বঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীন আইসিপি পেট্রাপোল, ১৪৫ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের এ সজাগ জওয়ানরা সোনা চোরাচালানের একটি বড় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে। সোনার সম্ভাব্য চোরাচালান সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে জওয়ানরা ৬০ টি সোনার বিস্কুট সহ একটি পাচারকারীকে ধরেছে। চোরাচালানকারী এই সোনার বিস্কুটগুলো বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিল। সোনার বিস্কুটগুলির আনুমানিক ওজন ৬.৯৯৮ কেজি এবং জব্দ করা সোনার বিস্কুটের মূল্য ৪,৩২,৮৬,২১৭ টাকা। তথ্য অনুসারে, ১৪৫ ব্যাটালিয়ন, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সতর্ক কর্মীরা, চেকপোস্টে ডিউটি করার সময়, আইসিপি পেট্রাপোলে খালি ট্রাক চেকিং এলাকায় একটি খালি ভারতীয় ট্রাক রেজিস্ট্রেশন নম্বর প.ব. ‍১১সি ‍১১১২ থামায়। বিএসএফএর গোয়েন্দা শাখা থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, জওয়ানরা ট্রাকের কেবিনের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট তল্লাশি করে এবং সাদা স্বচ্ছ টেপে মোড়ানো ৬৯৯৮.৫৮০ গ্রাম ওজনের ৬০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে, যাতে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন ছিল। পরে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকের চালককে আটক করে সোনার বিস্কুট জব্দ করা হয়।

সাত ফুট লম্বা কালকেউটে মাছ ধরার আটাসে

কলকাতা : গত তিন দিনে চারটি বিষধর চারটি বিষধর সাফ উদ্ধার লোকালয় সাপের উপদ্রব বাড়ছে, চিন্তার ভাঁজ গ্রামবাসীদের সুন্দরবন জঙ্গল থেকে খাবারের সন্ধানে লোকালয় বিষধর কাল কেউটে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার পিফা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামে ঘটনা। মাছ ধরার জন্য মেছো ঘেরিতে আটাল পেতে ছিল, পরে সেখান থেকে আজ সকাল ১০টা, নাগাদ মৎস্যজীবী নজরুল ইসলামসর্দার আটাল পেতেছিল ধরা দিয়েছে সাত ফুটের বিষধর কাল কেউটে। মৎস্যজীবীদের প্রাথমিক অনুমান এই বিষধর সাপগুলো লোকালয় আসছে কেবলমাত্র খাবারের সন্ধানে।

সম্পাদকীয়

তদন্তের নামে সাংবাদিকদের ডিজিটাল সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না কেন্দ্রীয় এজেন্সি ঃসুপ্রিম কোর্ট

ভারতে সাংবাদিকদের ডিজিটাল সামগ্রী (মোবাইল, ল্যাপটপ) বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কিসান কল এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার বেঞ্চে সম্প্রতি একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার শুনানিতে উঠে আসে, কেন্দ্র অনেক সময়েই এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে সংবাদ মাধ্যমেরও কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এজেন্সিগুলো সর্বশক্তিমান হয়ে উঠলে তা খুবই বিপজ্জনক বিষয়। এজেন্সি দিয়ে দেশ চালানো হবে, এমনটা হতে পারে না। দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বিজেপির বিরোধী প্রতিটি রাজ্যেই নির্বাচন এলে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির সক্রিয়তা বাড়ে। বিজেপির বিরুদ্ধে সারা দেশে বিরোধীদের আনা এই

অভিযোগকেই এবার কার্যত স্বীকৃতি দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আগামী ২০২৪-এ কেন্দ্রে বিজেপিকে আটকাতে সর্বভারতীয়স্তরে ২৯টি বিজেপি বিরোধী দলের 'ইন্ডিয়া' জোট গড়তেই রাজ্যে রাজ্যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে সক্রিয় করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দলগুলি বিজেপি শিবিরের বিরুদ্ধে। রাজধানী দিল্লিতেও আবগারী কাণ্ডে কেজরিওয়াল সরকারের উপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশ্যে এসেছে যে, দেশে অনেকগুলি তদন্তেই সাংবাদিকদের মোবাইল, ল্যাপটপ পুলিশসহ তদন্তকারী অফিসারেরা বাজেয়াপ্ত করে এবং দিনের পর দিন আটকে রাখা হয়। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে, তদন্তের নামে এজেন্সিগুলি চাইলেই মোবাইল, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কৌল এবং সুধাংশু ধুলিয়ার বেঞ্চ কেন্দ্রকে বলেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে করা যাবে, সে ব্যাপারে কেন্দ্রকে এক মাসের মধ্যে একটি বিধি তৈরি করতে হবে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই কাজ না করলে শীর্ষ আদালতই তা তৈরি করে দেবে। তদন্তের নামে এই সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস সব সময় বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। ফাউন্ডেশন অফ মিডিয়া প্রফেশনাল-এর জনস্বার্থ মামলায় আদালত বলে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে তদন্তের জন্য সর্বদা সাংবাদিকের মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা দরকার। সংশ্লিষ্ট মামলায় এই প্রসঙ্গে দুই বিচারপতি বলেন, খবরের সোর্স বা সূত্র অনেক সময় সাংবাদিকদের গোপন রাখতে হয়। মোবাইল, ল্যাপটপে অনেক ব্যক্তির নাম, ফোন নম্বর থাকে যা সাংবাদিক গোপন রাখতে চান। পুলিশ, ইডি, সিবিআই তদন্তের নামে প্রথমে এগুলিই বাজেয়াপ্ত করে নেয়। সম্প্রতি ভারতে দুটি ঘটনায় তদন্তের নামে সাংবাদিকদের অধিকার হরণের অভিযোগ ওঠে। বিবিসির বিরুদ্ধে আয়কর ফাঁকির তদন্তেও দেখা যায় সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সাময়িকভাবে নিয়ে নেওয়া হয়। গত অক্টোবর মাসে নিউজক্লিক সংস্থার বিরুদ্ধে দেশ বিরোধী চক্রান্তে যুক্ত থাকার অভিযোগের তদন্তেও বহু সাংবাদিকের মোবাইল, ল্যাপটপ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। এছাড়া একাধিক মামলায় বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশসহ রাজ্যের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলিও একই পথ অনুসরণ করে থাকে। এর ফলে সাংবাদিকদের গোপন সোর্সদের নামপরিচয় জেনে যান তদন্তকারীরা। ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তি বিপদে পড়তে পারেন, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

‘ঠগী’ ঃ ২০ লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রাণ নেওয়া এক খুনী সম্প্রদায়

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, গত শতাব্দীতেও ভারতবর্ষ ছিল এক আশ্চর্যজনক দেশ। এখানে মানুষ ঘর থেকে বের হলে আর ঘরে ফেরত আসতো না। তারা বেমালুম হারিয়ে যেত।

দূর দেশে চাকরি করা বা বাণিজ্য করতে গিয়ে ফেরার পথে হারিয়ে যেতো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ। হারিয়ে যাওয়া সদস্যের জন্য

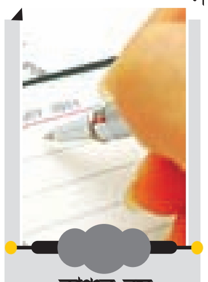

কাঞ্চন বসু
প্রাবন্ধিক

পরিবারের লোকেরা কিছুদিন অপেক্ষা করতেন। এরপর সময়ের সাথে সাথে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যেত। সংসার কর্মে তারা আবার মন দিতেন। তারা হয়তো ভেবে নিতো হয়তো গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরে স্বর্গলাভ হয়েছে কিংবা পথে বাঘে খেয়েছে।

সে সময় ইংরেজ ঐতিহাসিক হিসাব করে দেখতে পান গত ৩০০ বছরে প্রতি বছরে কম করে ৪০,০০০ মানুষ হারিয়ে গেছে ভারতের কোল থেকে। তারা আসলে কেউ গঙ্গায় ডুবে মরে নি কিংবা বাঘের পেটে যায় নি। তারা সকলেই হয়েছিল নৃশংস ঠগীদের শিকার।

'ঠগী' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'ঠগ' থেকে এসেছে যার অর্থ ধোঁকাবাজ বা প্রতারক। যারা পথিকের গলায় রুমাল জড়িয়ে হত্যা করে। পুরো পৃথিবীর ইতিহাস ঘেটে ও তাদের মতো নৃশংস খুনীর দল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঠগীরা ১৩ শতাব্দী থেকে ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬০০ বছর ধরে পুরো ভারত জুড়ে ত্রাস চালিয়েছে গিনেস বুকে রেকর্ড এর তথ্য মতে এই সুদীর্ঘ সময়ে তারা ২০ লক্ষের বেশি নিরীহ মানুষ মানুষ খুন করেছে। একজন ঠগী মাসে গড়ে ৮-১০ জনকে খুন করতো। বাহরাম বলে এক নিষ্ঠুর ঠগীর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ৯৩১ জন মানুষকে সে খুন করেছিল বলে দাবি করে এবং পরবর্তীতে ঐ নাম গিনেস বুক অব রেকর্ডে ওঠে।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্ বারনী ১৩৬৫ সালে তার এক লেখায় লিখেছিলেন ১২৯০ সালে জালালউদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লিতে প্রায় ১০০০ ঠগ ধরা পড়ে। ওদের ধরার কারণ ছিল তারা সুলতানের এক প্রিয় দাস কে হত্যা করেছিল। এতে সুলতানের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সুলতান তাদের কোন শাস্তি না দিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। মুক্তি দেয়ার আগে সুলতান তাদের সকলের পিঠে নিজের মুদ্রার গরম ছাপ দিয়ে দেন এবং শর্ত দেন তারা যেন দিল্লি তে আর ফিরে না আসে।

এরপর সেই ঠগীরা উত্তর,দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে বাংলা সহ পুরো ভারত ছড়িয়ে পড়ে। ঠগীদের সবচেয়ে বর্বর সময় ছিল ১৭ ও ১৮ শতক। শুধুমাত্র ১৮৩০ সালেই ঠগীদের শিকার হয়েছিল প্রায় ৩০,০০০ নিরীহ মানুষ।

ঠগীরা দলবেঁধে পথ ভ্রমণ করত। তারা এমন সব পদ্ধতিতে ভ্রমণ করতো যেন তারা কোনো তীর্থযাত্রী কিংবা কোন বণিক দল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। ঠগীদের দল ছিল বিশাল, প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জনের মতো দল ছিল তাদের। তারা পথ চলতে পথে বণিক বা পথচারী দেখলে তাদের সাথে ভাব করতো। যেহেতু বড় দলের সাথে পথ চলতে রাস্তায় ঝুঁকি কম হবে সেই ভাবে তারা সেই দলের সাথে পথযাত্রা করতে সম্মতি দিতো। আর সেই দলের সাথে যুক্ত হয়ে তারা নিশ্চিন্তে পথ চলতো, বিশ্রাম নিতো, খাবার খেতো আর সুযোগ বুঝে তারা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এছাড়াও বণিক দলের উপর নিজেদের চর লাগিয়ে রাখতো আগে থেকে, তারা কোথায় যাবে। কি পরিমাণ অর্থ সম্পত্তি হাতে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হত্যা করার ক্ষেত্রে ঠগীরা কিছু নিয়ম মেনে চলতো। তারা কখনোই ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে হত্যা করত না। হত্যা করার আগে হয়তো তারা শিকারের সামনে চেঁচিয়ে উঠতো সাপ সাপ বলে আর শিকারের ঘুম ভেঙে যেতো। আর তখন ৩-৪ জন শিকারির হাত পা মাটিতে চেপে ধরতো, আর সবচেয়ে পাঁকা ঠগী রুমাল দিয়ে ফাঁস দিয়ে হত্যা করতো। খুন করার সময় ঠগীরা কোনো রক্তপাত ঘটাতো না, এটা তাদের নিয়মের বাহিরে।

ঠগী দলে একজন দলপতি থাকতো। দলপতিদের বলা হতো 'জমাদার'। ঠগীদের আলদা নিজস্ব ভাষা ও ছিলো। সেই ভাষা ঠগী ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারতো না। 'বাসন মাজা' অর্থ ছিল 'কবর খোড়া'। 'ঝিরণী দিতে বলা' মানে হচ্ছে 'খুন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া'। 'তামুক লাও' মানে 'এখন হত্যা করো'। হত্যা করতে যাদের হাত খুব পাকা ছিলো তাদের বলা হতো 'আউলা'। টাকাকে বলতো 'গুনা'।

খুন করার পর ঠগীরা তাদের শিকারকে কবর দিতো বা কোনো কুয়োর ফেলে দিতো। কবর দেয়ার পর সমাধির উপরে তারা এক ভোজের আয়োজন করতো গুড় দিয়ে। সেই ভোজে মন্ত্রপুত গুড় খেতে দেওয়া হতো, শুধুমাত্র যারা হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করতো তারাই সেই মন্ত্রপূত গুড়ের ভোগ পেত। অন্যরাও ভোগ পেত তবে সেটি মন্ত্রপূত গুড় নয়, সাধারণ গুড়।

ঠগীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শিখ সকল ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষ ছিলো।ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে ধর্ম, জাতপাত নিয়ে টানাপোড়ন থাকলেও ঠগীদের মধ্যে ছিলো না। তাদের সকল ধর্ম ছিলো একটাই তারা 'ঠগী'।

ঠগীদের নিজস্ব দেবী ছিলো 'ভবানী'। সনাতন ঠগী ছাড়াও সকল ধর্মের ঠগীরাই এই দেবীকে মানতো ও বিশ্বাস করতো। আর তারা এটাও বিশ্বাস করতো তারা যা করছে দেবী ভবানীকে সন্তুষ্টি ও ইচ্ছায় করছে।

ঠগীরা যখন কাউকে খুন করার জন্য ঠিক করতো, তারা তাকে খুন করতোই। শিকারের কাছে টাকা পয়সা না থাকলেও তারা খুন করতো। তারা বিশ্বাস করতো দেবী খুনের আদেশ দিয়েছে আর খুন না করলে দেবীর আদেশ অমান্য করা হবে। একবার এক ঠগী দল ১২ জনের একটি দলকে খুন করার জন্য প্রায় ২০০ মাইল পথ হেটেছে। কারণ ছিলো একটাই তাদের খুন করার জন্য নিশানা করেছিলো, আর সেটা তাদের সম্পন্ন করতেই হবে।

ঠগীদের সাধারণ মানুষের মতোই স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সন্তান নিয়ে সংসার ছিল। বেশিরভাগ ঠগীর ক্ষেত্রেই তারা যে ঠগী তাদের পরিবারের কেউ জানতো না। ঠগী স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ জানতো, তবে তারা সমাজে স্বাভাবিকভাবেই বসবাস করতেন। ঠগীরা কখনোও নিজের অঞ্চলে অপকর্ম করতো না। তারা নিজেদের পরিবার ও সমাজ থেকে হাজার মাইল দূরে নিজেদের অপকর্ম চালাতো। ঠগী সদস্যদের পরিবার ও সমাজের মানুষেরা জানতো সে বিদেশে গেছে, চাকরি করছে কিংবা বাণিজ্য করছে। ৬ মাস বা বছরে ১ বার নিজেদের পরিবারের সাথে তারা দেখা করতো। বেশিরভাগ ঠগীরা তাদের সন্তানদের বয়স ১৪-১৫ পেরোলেই তাদেরও এই পথে নিয়ে আসতো। ধীরে ধীরে সে বালক ছেলেটিও পাকা ঠগী হয়ে উঠতো। আর এই প্রক্রিয়া চলতো প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

ঠগীরা যে কেবল ব্যবসায়ী কিংবা পথিকদেরকেই নিজেদের শিকার বানাতো তাই নয়। বহু রাজ পরিবারের সদস্যরাও ঠগীদের শিকার হয়েছে। এই ধরনের শিকারের ক্ষেত্রে তারা আরোও চতুরতা অবলম্বন করতো।

যেহেতু তারা সন্ন্যাসী কিংবা বণিক সেজে লুটপাট চালাতো তাই অপরিচিত হওয়ায় তারা রাজ সদস্যদের দলের কাছাকাছি খুব একটা ঘেঁষতে পারতো না। আর তাই তারা তাদের দলের নারীদের এই কাজে ব্যবহার করতো। পথ চলতে গিয়ে রাজ সদস্যদের দল হঠাৎ দেখতে পেতো কোনো রূপসী নারী মাঝ পথে বসে কাঁদছে আর তা দেখে তারা নেমে তার কাছে তার কান্নার কারন জানতে চাইলো, আর সেই মহিলাও বানিয়ে বানিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলতে শুরু করলো। আর তাকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে আবদার করে বসলো। আর তারাও না করতে পারলো না। আর তাকে নিজেদের বহরে সঙ্গী কটে নিলো। আর হঠাৎই দেখা গেলো সেই মহিলাই রুমাল দিয়ে ফাঁস দিয়ে উপকারীর হত্যা করলো আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঠগী সাঙ্গোপাঙ্গরা হামলা করে পুরো দলকেই হত্যা করে ফেললো।

ঠগীদের খুন করার অস্ত্র ছিল রোমাল, হলুদ কাপড়ের অতি সাধারণ এক অস্ত্র, তবে খুবই কার্যকরী। রেমালের মাঝে তারা রুপোর টাকা বেঁধে রাখতো আর সেটাই হয়ে উঠতো অব্যর্থ মরণ ফাঁস।

ঠগীদের এই ত্রাসের সমাপ্তি হয় ইংরেজদের মাধ্যমে। ঠগীদের ব্যাপারে ইংরেজরা শুরুতে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। তারা তাদের ৮-১০ টা সাধারণ ডাকাত দলই মনে করতো। তবে ইংরেজদের টনক নড়ে ১৮২০ সালের দিকে। তখন তারা প্রচুর গণকবর আবিষ্কার করে। একেকটি গণকবরের মৃতের সংখ্যা ছিলো ৫০ বা তারো বেশি।

ব্রিটিশ সরকার ঠগীদের নির্মূল করার জন্য উইলিয়াম শ্লিমানকে দায়িত্ব দেয়। স্লিম্যান তখন বেঙ্গল আর্মির অফিসার ছিলেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। ভারতে আসার পর তিনি ঠগীদের নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। ঠগীদের ব্যাপারে তিনি এতোটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে তার সহকর্মীরা তার নাম দিয়েছিলো 'ঠগী স্লিম্যান'।

শুরুর দিকে স্লিম্যান কিছুতেই অন্যান্য দুস্কৃতিকারীদের থেকে ঠগীদের পৃথক করতে পারছিলেন না, কারন ঠগীরা অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে অপরাধ ঢেকে রাখছিল। স্লিম্যান গুপ্তচর নিয়োগ করলেন, গঠন করলেন বিশেষ পুলিশ বাহিনী ও আলাদা বিচার আদালত। পাশাপাশি ঠগীদের অপরাধস্থল বিশ্লেষণ করে তৈরি করলেন মানচিত্র এবং অপরাধের দিনক্ষণের একটি তালিকা তৈরি করলেন যাতে পরবর্তী হত্যার সময়কাল আঁচ করা যায়। নিজের লোকদের ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে অস্ত্রসহ সেসব স্থানে পাঠাতে থাকেন।

তারপর ১৮৩০ সালে শ্লিমানের গুপ্তচরদের দক্ষতায় ঠগীরা দলে দলে ধরা পড়তে থাকে। এদের কারো কারো মৃত্যুদণ্ড, কারো যাবজ্জীবন জেল, কারো বা দ্বীপান্তর দিয়ে এদের দমন করতে সক্ষম হন।

এই ঠগীদের বিনাশ করতে গিয়ে স্লিম্যান ঠগীদের ভাষাও শিখে ফেলেছিলেন। ঠগীদের ধরার পর স্লিম্যান তাদের জবানবন্দি নিতেন। তখন উঠে আসতো বিচিত্র সব নৃশংস ঘটনার কথা, যা শুনলে সভ্য সমাজের মানুষের আত্মা কেঁপে উঠবে। স্লিম্যান মৃত্যুদন্ড দেয়ার আগে ঠগীদের শেষ ইচ্ছে জানতে চাইতেন। তাদের বেশিরভাগেরই শেষ ইচ্ছে ছিলো হিন্দু ঠগী হলে তার মৃত্যুর পর তার দেহ পুড়িয়ে ফেলতে বলতো আর মুসলমান ঠগী হলে বলতো লাশ কবর দেয়ার জন্য। অনেক ঠগী নিজেদের মৃত্যুর আগে স্লিম্যান কে বলতেন, স্বর্গে যাই কিংবা নরকে ঠগীর রুমালের ফাঁস থেকে তুমি বাঁচবে না।

স্লিম্যান একেকটা ঠগীদের দলকে ধরতেন আর একসঙ্গে ৩০-৪০-৫০ জন ঠগীকে ফাঁসি নিয়ে মৃত্যু কার্যকর করতেন। স্লিম্যান এতো দ্রুত ঠগী দলগুলোকে ধরতে শুরু করেছিলেন যা বাকি যারা ঠগী ছিলো তারা নিজেদের এই জঘন্য পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আর সেই সাথে বিলুপ্তি ঘটে ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ডাকাত সম্প্রদায়ের।

তথ্যসূত্রঃ ১)ঠগী - শ্রীপান্থ।

সাময়িকী

ভারতের সৌরযান আদিত্য এল১ সূর্যের আলোর প্রথম ছবি তুলতে সক্ষম হল

সূর্যের আলোর প্রথম ছবি তুলল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সৌরযান আদিত্য এল-১। সৌরযানের ক্যামেরায় সূর্যের আগুনে আভা ধরা পড়েছে। এক্স হ্যান্ডেল (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)-এ পোস্ট করে সেই খবর দিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

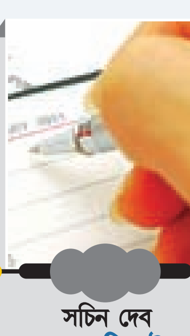

সচিন দেব
কলামিস্ট

ইসরো জানিয়েছে, তাদের হাই এনার্জি এল ওয়ান অরবিটিং এক্স রে স্পেকটোমিটারে সূর্যের কিরণ ধরা পড়েছে। এই বিশেষ ক্যামেরাটি তৈরি হয়েছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে ইসরোর ইউআর রাও স্যাটেলাইট সেন্টারে। গত ২৯ অক্টোবর ভারতীয় সময় রাত ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ছিল আদিত্য এল-১-এর প্রথম 'অবজারভেশন পিরিয়ড' বা সূর্য পর্যবেক্ষণের প্রথম দফা। ওই সময়েই সূর্যরশ্মির ছবিটি ধরা পড়েছে সৌরযানের ক্যামেরায়। ইসরো জানিয়েছে, সূর্যের অভ্যন্তরীণ বায়ুমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য আচমকা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই আলোর ছটা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এর ফলে বিজ্ঞানীদের অনেক সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূর্যে বিভিন্ন পদার্থ এবং কণার বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণায় সাহায্য করবে আদিত্য এল-১-এর এই পর্যবেক্ষণ। অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে গত ২ সেপ্টেম্বর সূর্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল আদিত্য এল-১। পৃথিবীর চারপাশে মোট পাঁচ বার তার কক্ষপথ পরিবর্তন করানো হয়েছে। তারপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে সৌরযানটি। সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝের এল-১ পয়েন্ট হল এই সৌরযানের গন্তব্য। সেখানে পৌঁছলে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হবে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। এল-১ পয়েন্টে পৌঁছে সূর্যকে আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে আদিত্য এল-১।

ইসরোর সাম্প্রতিক সাফল্যের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রযান-৩। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে মহাকাশযান সফল ভাবে অবতরণ করিয়েছেন ভারতের বিজ্ঞানীরা। এর আগে যা আর কোনও দেশ করতে পারেনি। চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞান চাঁদের মাটিতে ঘুরেছে ১৪ দিন। সংগ্রহ করেছে অনেক মূল্যবান তথ্য। তারপর চাঁদে রাত নামলে সেই মাটিতেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে ইসরোর বিক্রম এবং প্রজ্ঞান।

জানা অজানা

জি সেভেন সম্মেলনে ইসরাইলকে গাজা দখলের বিরুদ্ধে সতর্ক করলেন ব্লিংকেন

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন গাজা পুনরায় দখলের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে সতর্ক করেছেন। যদিও তিনি একমত যে, ফিলিস্তিনি ছিটমহলটিতে হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধের পরে একটি ট্রানজিশন পিরিয়ড প্রয়োজন হতে পারে। বুধবার টোকিওতে জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এক সংবাদ সম্মেলনে ব্লিংকেন হামাসকে উৎখাত করতে ইসরাইলের প্রচেষ্টার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। গত মাসে ইসরাইলে হামলা করে ১,৪০০ জনকে হত্যা এবং ২০০ জনেরও বেশি লোককে অপহরণ করে হামাস। তবে ব্লিংকেন বলেন, এটা পরিস্কার যে ইসরাইল গাজা দখল করতে পারবে না। কিন্তু এখন বাস্তবতা হচ্ছে, সংঘাতের শেষে কিছু ট্রানজিশন পিরিয়ডের প্রয়োজন হতে পারে। তবে গাজা ও পশ্চিম তীরের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিলিস্তিনি জনগণের থাকা অপরিহার্য। মঙ্গলবার এবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, সংঘাত শেষ হলে তার দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজায় নিরাপত্তা ভূমিকা পালন করবে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গাজায় ইসরাইলের স্থল অভিযান ও বিমান হামলা জোরদার করার ফলে ১০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যার মধ্যে চার হাজারেরও বেশিই শিশু। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেছেন, হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে জি সেভেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মানবিক সহায়তা সরবরাহ এবং জিম্মিদের মুক্তির জন্য মানবিক বিরতি ও করিডোরের আহ্বান জানিয়েছেন।

পাঠকের চিঠি

বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য কাটিং এর লাল ডুং রি গ্রামে অপুর পাঠশালা খোলা হলো

৫ ই জুলাই ২০২৩ কাটিং এর লাল ডুংরি গ্রামে বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য মাতাজী আশ্রম হাতার প্রেরণায় অপুর পাঠ শালা খোলা হলো যেখানে প্রতি রবিবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা নিশুলক ভাবে বাংলা ভাষা শেখানো হবে।আজ বাঙলা ভাষা শেখার জন্য আদিবাসী সমেত মোট ৫০ জন গরিব ছেলে মেয়েরা নাম লেখালো।মাতাজী আশ্রম হাতা ও সুবোধ চন্দ্র গোড়াই এর পক্ষ থেকে বর্ণ পরিচয়,খাতা ও পেন্সিল দেওয়া হলো।বাংলা ভাষা শেখাবেন রাজীব মুর্মু ও সুনীতি মুদি।এই অবসরে মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক,ট্রাস্টি ও সাহিত্যিক সুনীল কুমার দে বলেন,,আমাদের কোনো ভাষার প্রতি বিরোধ নেই।তাই অন্য ভাষা বাদ দিয়ে আমরা বাংলা ভাষা চাপাতে চাই না কিন্তু বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েদের কে আমরা আমাদের মাতৃভাষা শেখাতে চাই তাই আমাদের এটি ছোট প্রয়াস।সমাজ সেবী অচিন্ত্য গুপ্ত বলেন,,বাংলা ভাষা শেখানোর আংঃদোলন গ্রাম থেকে শুরু হয়েছে।আমরা পুরো ঝাড়খন্ডে এক হাজার অপুর পাঠশালা খুলতে চাই।আমরা শিক্ষর্থীদের বিনামূল্যে বই খাতা দেবো।শিল্পী ও সমাজ সেবী সুবোধ গরাই বলেন,,,আমরা ঝাড়খন্ডে ৪২ বাংলা ভাষী আছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ স্কুল গুলো তে বাংলা পড়া বন্দ হয়ে গেছে।আমরা আবার ঝাড়খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত বাংলা ভাষা কে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।তাই বাংলা ভাষা শেখানোর অভিযান শুরু হয়েছে।আপনারা সবাই আপনাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করার চেষ্টা করুন।এই উপলক্ষে পটমদার বাংলা ভাষা পুনরুথান সমিতির পক্ষ থেকে শাল ও মালা দিয়ে সুনীল কুমার দে,অচিন্ত্য গুপ্ত,সুবোধ গড়াই, সুভাষ সিংহ রায় ও পল্লব দালাল কে সম্মানিত করা হলো।সুনীল কুমার দে বাংলা শেখানোর প্রথম ক্লাশ নিলেন।সবশেষে সবাই কে ধন্যবাদ জানালেন ডাক্তার মদন সরকার।এই উপলক্ষে অচিন্ত্য গুপ্ত,সুনীল কুমার দে,সুবোধ গড়াই,সুভাষ সিংহ রায়,পল্লব দালাল ছাড়াও সুনীতি মুদি,রাজীব মুর্মু,জ্যোস্না গড়াই,কল্যাণ গড়াই,সন্দীপ মিশ্র,কুশধ্বজ মাহাতো,ছুটু লাল মাহাতো,শরত সিংহ সরদার,গিরিজা প্রসাদ মিশ্র,দেবেন্দ্র কুম্ভকার পঞ্চানন দাস,অজিত দত্ত,শেখ শিরাউদ্দিন,পল্টু মুর্মু,জহরলাল হেম্ব্রম,সোনালী হেম্ব্রম,ধনঞ্জয় হেম্ব্রম,মোহকি মুর্মু,বন্দনা হাঁসদা,বাহামনি মুর্মু আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। **সুনীল কুমার দে, পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অবৈধভাবে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা ভারতে সরবরাহ কাণ্ডে জড়িত ৪৭ জন টাউট অর্থাৎ দালালকে অসম সহ সারা দেশ থেকে গ্রেফতার এনআইএর

অসম পুলিশের ১৭ টি দল এনআইএকে সাহায্য করেছে বলে মন্তব্য বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ভয়াবহ মানব সরবরাহ চক্রকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে এনআইএ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে থাকা একাংশ টাউট কিংবা দালাল একটি চেইন বানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই চক্রান্তে তৎপর হয়ে ছিল। অবশেষে অসম সহ সারা ভারতের দশটি রাজ্যে একসঙ্গে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা ভারতে সরবরাহ কাণ্ডে জড়িত ৪৭ জন টাউট অর্থাৎ দালালকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এই অভিযানে অসম পুলিশের ১৭ টি দল সম্পূর্ণভাবে এনআইএকে সাহায্য করেছে বলে জানালেন রাজ্যের বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ।

গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযজেন করে বিশেষ ডিজিপি জানান এদিন ভোরে অসম সহ দেশের দশটি রাজ্যে একসঙ্গে অপারেশন চালিয়েছিল এনআইএ। ঘটনার সূত্রপাত হিসাবে আইপিএস হরমিত সিংহ বলেন চলিত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রেল যাত্রী হিসেবে আসা রোহিঙ্গার একটি দলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল করিমগঞ্জ পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্য অনুসারে অসম পুলিশ এক বৃহৎ মানব সরবরাহ কান্ডের ইঙ্গিত পেয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু করে। এই সংক্রান্তে বিশেষ নজর রাখার ফলে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করা ৪৫০ জন বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গাকে প্রবেশে বাধা দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষা কর্মীদের সাহায্যে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে যাবতীয় তথ্য জানানোর পর তার নির্দেশ অনুসারে অসম পুলিশ এই বিষয়টিতে গোপনে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিশেষ ডিজিপি আইপিএস হরমিত সিংহ বলেন অবৈধভাবে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা ভারতে সরবরাহ কাণ্ডের তদন্তের স্বার্থে অসম পুলিশ একটি এসটিএফ গঠন করে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে গঠন করা এসটিএফ জুলাই মাসে ত্রিপুরাতে অভিযান চালিয়ে ১০ জন টাউট কিংবা দালালকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর অসম পুলিশ জানতে পারে যে এক্ষেত্রে এক বৃহৎ চক্র কাজ করছে। সারা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে দালালরা ছড়িয়ে রয়েছে। একটি দল বাংলাদেশি কিংবা রোহিঙ্গাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আরেকটি দলের হাতে তুলে দিচ্ছে। আবার সেই দল অন্য রাজ্যে গিয়ে আরেকটি দলের হাতে তাদের সঙ্গে দিচ্ছে। এভাবে বৃহৎ চেইন গঠন করে কাজ করছে মানব সরবরাহ চক্র।

তিনি বলেন অবশেষে ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করে এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ অনুযায়ী এই বিষয়টির সংক্রান্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানানো হয়। তাছাড়া এই গুরুতর মামলাটির তদন্তের ভার এনআইএ এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানায় অসম সরকার। অবশেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই মামলাটি এনআইএকে অর্পণ করে। এনআইএ অত্যন্ত গোপনে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এক্ষেত্রে অসম পুলিশের ১৭ টি দল এনআইএকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করেছে। শুধুমাত্র অসম নয় ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এনআইএ এর তদন্তে অসম পুলিশ একসঙ্গে কাজ করেছে বলে জানান আইপিএস হরমিত সিংহ।

বিশেষ ডিজিপি বলেন এদিন সারা দেশের মোট দশটি রাজ্যে অবৈধভাবে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা ভারতে সরবরাহ কাণ্ডের তদন্ত করেছে এনআইএ। অবশেষে এদিন ভোর সকালে একসঙ্গে এনআইএ এর অভিযানে অসম থেকে ৫ জন ত্রিপুরা থেকে ২৫ জন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩ জন, কর্ণাটক থেকে ৯ জন, হরিয়ানা থেকে ১ জন, তেলেঙ্গানা থেকে ১ জন এবং তামিলনাড়ু থেকে ৩ জন টাউট কিংবা মধ্য ব্যাক্তি কিংবা দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া গ্রেপ্তার হওয়া প্রতি জন ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ফলে এই মানব সরবরাহ কাণ্ডে আরো বহু তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশেষ ডিজিপি। তিনি বলেন কোনভাবেই ভারত বিরোধী গতিবিধি সহ্য করা হবে না। দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে পুলিশ। দেশের সুরক্ষা নিয়ে কোনো আপোষ নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিশেষ ডিজিপি আইপিএস হরমিত সিংহ।

উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করে গ্রেফতার হওয়া কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার একদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

সতীর্থ দলীয় বিধায়করা সঙ্গ ছেড়ে দিলেও পাশে এসে দাঁড়িয়ে এআইইউডিএফ এর প্রশ্ন ক্ষমা চাওয়ার পরেও গ্রেফতার কেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কড়া বার্তার পর উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করে অবশেষে গ্রেফতার হওয়া কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে একদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার এই কঠিন মুহূর্তে দলীয় সতীর্থ বিধায়করা তার পাশে এসে দাড়ানি। কংগ্রেস নয় বরং পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এআইইউডিএফ। দলটির সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল, বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন ক্ষমা চাওয়ার পরেও তাকে কেন ফের গ্রেফতার করা হয়েছে। সভাপতি ভূপেন বরাকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়ে একমাত্র তার নাম আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক।

প্রসঙ্গত জনৈক দীপক কুমার দাস মহানগরের দিশপুর থানায় উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করার জন্য কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করেছিলেন। সেই হিসাবে মঙ্গলবার রাতে বিধায়ক আবাসের এফ ব্লকে থাকা বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরীর এমএলএ কোয়ার্টার থেকে জলেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অসম পুলিশ। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত কাহিলীপাড়া স্থিত বিশেষ শাখার কার্যালয়ে তাকে রাখা হয়েছিল। এরপর বুধবার বিকালে কংগ্রেস বিধায়ককে সিযেএম আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে একদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

তবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে পুলিশের জালে পড়া কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন সতীর্থ দলীয় বিধায়করা। তিনি সম্পূর্ণ একা পড়ে গেছেন। দক্ষিন শালমারা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী বলেন বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা তার কোয়ার্টারে এসেছিলেন। তবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না পেয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে তারই মন্তব্য নিন্দার যোগ্য। এই মন্তব্য করা উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক এ কে রশিদ আলম বলেন বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা যে মন্তব্য করেছেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা আপত্তিজনক কথা, সাম্প্রদায়িক বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার বলেন কোনো ধর্ম বা জাতির উপরে কেউ আক্রোশ মূলক মন্তব্য করবে সেটা কংগ্রেস দল কখনো মেনে নেবে না। একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুণ বরা বলেন তিনি অত্যন্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিলেন। এর ফলে তাকে আইন হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বলার কিছু নেই বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

তবে সতীর্থ দলীয় বিধায়করা আফতাব উদ্দিন মোল্লার পাশে না দাঁড়ালেও তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এআইইউডিএফ। দলটির সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন মন্তব্য করার পর যেহেতু তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ফলে তাকে গ্রেফতার করা উচিত হয়নি। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। তিনি বলেন ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পর এভাবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কারণ তার নাম আফতাব উদ্দিন মোল্লা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাচ্ছিল্য করা কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে গ্রেফতার করে দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া গত ১৮ বছরে এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল কোনদিনও এই ধরনের ধর্মকে আঘাত দিয়ে মন্তব্য করেননি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

কংগ্রেস বিধায়করা একইভাবে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা প্রতিজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার দাবী জানিয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার বলেন আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেব এবং এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকেও গ্রেফতার করা উচিত। তাছাড়া এক দুজন মন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে চলেছেন। ফলে তাদের ক্ষেত্রেও উচিত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

প্রথমে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তবে নিজের এই মন্তব্যের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি। এরপর একই কংগ্রেস দলের বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা হিন্দুদের বিরুদ্ধে চরম অপমানজনক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমানের এই মোবাইলের যুগে যেখানে ধর্ষণ হয় সেখানেই মন্দিরের সাধু কিংবা নামঘরীয়া জড়িত হয়। হিন্দু ব্যক্তিরা ব্যভিচার করেন। অথচ এক্ষেত্রে মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। কংগ্রেস বিধায়কের এই মন্তব্যের ক্ষেত্রে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন যারা আইনের অবমাননা করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদের সঙ্গে তুলনা করা অথবা পুরোহিত কিংবা নামঘরীয়াদের বিরুদ্ধে অপবাক্য ব্যবহার করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মামলা রজ্জু করা রয়েছে। উপযুক্ত সময়ে সঠিক সময়ে এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া অপমানজনক মন্তব্য করার পর ক্ষমা চাওয়া আইনে মানে না। ক্ষমা চাওয়া রাজনীতিতে হয়। তবে আইনের চোখে ক্ষমা চাওয়া বলে কিছু নেই। ক্ষমা চাইলে হয়তো সমাজ ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু আদালতে কোনো বিচারপতির হাতে ক্ষমা দেওয়ার অধিকার থাকেনা। কাউকে ক্ষমা দেওয়ার কিংবা ক্ষমা করার অধিকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

RASHTRIYAKHABAR.COM

টুকরো খবর

৬০ বছর বয়সে অবসর নেওয়া রাজ্যের ২৬০০ জন অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং এবং সহায়িকাদেরএককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান মন্ত্রী অজন্তা নেওগের

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার মহিলা এবং শিশু বিকাশ বিভাগের অধীনে মহিলা ও শিশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের অধীনে অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে রাজ্য সরকার। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে হিসেবে ৬০ বছর বয়সে অবসর নেওয়া রাজ্যের ২৬০০ জন অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের এককালীন আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ। নিজের বক্তব্য তিনি অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে পরম সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের শ্রী শ্রী মাধবদেব প্রেক্ষাগৃহে দ্বিতীয় পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের অবসরকালীন সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠান আযজেন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ২৬০০ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ। এর মধ্যে ৬০ বছর বয়সে অবসর নেওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ৪ লক্ষ টাকা করে, ক্ষুদ্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে তিন লক্ষ টাকা করে এবং সহায়িকাদের ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে নিজের বক্তব্যে মন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন এই পদক্ষেপ নিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। রাজ্য সরকার পর্যায়ক্রমে অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং এবং সহায়িকাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সমাজকল্যাণ এর অধীনে ইতিমধ্যে মহিলা ও শিশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানের সতীর্থ মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসা, গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়ার পাশাপাশি মহিলা এবং শিশু বিকাশ বিভাগের সচিব পার্থ প্রতিম মজুমদার এবং সঞ্চালক বিভাস মোদি সহ শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শংকর সংঘে যেতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুমতি নিতে হবে কি এই প্রশ্ন বদরুদ্দিন আজমলের, মুখ্যমন্ত্রী তার বস নয় বলে মন্তব্য

বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে খিচুড়ি বলে আখ্যা দিয়ে কংগ্রেসের সন্তানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে কটাক্ষ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গোয়ালপাড়ায় আযজেিত শংকর সংঘের কেন্দ্রীয় যুব শিশু আই মাতৃ সমারোহে উপস্থিত থেকে এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মুখে কৃষ্ণের নাম এবং এক্ষেত্রে তাকে নিমন্ত্রণ জানানো নিয়ে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন শংকর সংঘ কিংবা বরদোয়া থান পরিচালনা সমিতির মতো জাতীয় অনুষ্ঠানে বদরুদ্দিন আজমলকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত কি অনুচিত সেটা তাদের ঠিক করতে হবে। তবে এবার তারাই মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন শংকর সংঘে যেতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে কি। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বস নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের বস বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। উল্লেখ্য শংকর সংঘের সমারোহের বদরুদ্দিন আজমলকে আমন্ত্রণ জানানো প্রসঙ্গে তার মন ব্যথিত করে তোলে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন তারা যখন এই ধরনের অনুষ্ঠানে যায় এবং তাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গামছা পরানো হয় স্বাভাবিক ভাবে তার মন ব্যথিত এবং দুঃখিত করে তোলে। তবে এতো বিশাল এক জাতীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার থেকে বেশি শব্দ তিনি ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে বদরুদ্দিন আজমলকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত কি অনুচিত এক্ষেত্রে শংকর সংঘকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে খিচুড়ি বলে আখ্যা দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন এবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চে ১৫ টি দলের সমাগম ঘটেছে। ১১ এর পর ১৩ এবার হয়েছে ১৫। কংগ্রেসের সন্তানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। আজমল বলেন এর জন্য তিনি তিনটি দলকে বাদ দিয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে নকল দল বলে উল্লেখ করেছিলেন। শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করলেই দল কিংবা নেতা হয়ে যাবে নাকি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন কংগ্রেস তথা সভাপতি ভূপেন বরার প্রতিদিন একটি করে সন্তান জন্ম হচ্ছে। যার মারও পাত্তা নেই বাবারও পাত্তা নেই। কংগ্রেস সভাপতি প্রতিদিন নতুন নতুন দলের ঘোষণা করছেন কিন্তু এই দলগুলোর বাবা ঠাকুরদার নাম কেউ শুনেননি বলে উল্লেখ করেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। অন্যদিকে বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন তিনি বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে সিরিয়াসলি নেবেন না। অসমে গঠিত মিত্র জোট ইন্ডিয়ার পূর্ণাঙ্গ পর্যায় কখনো সম্ভব নয়। ঐক্য মঞ্চে থাকা দল গুলোর মধ্যে কোনো ধরনের মিল নেই। যেখানে কংগ্রেস প্রচারে যাচ্ছে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসও যাচ্ছে এবং ঐক্য মঞ্চে থাকা অন্যান্য দল গুলোও যাচ্ছে। এদিকে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা ইতিমধ্যে বলেছেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোর অস্তিত্ব নেই। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি দলের নাম উল্লেখ করে দল গুলোর নেতা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড এর বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে মন্তব্য করেছিলেন।

পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান সেমিফাইনালের পথ কার জন্য কেমন?

মুম্বাই ঃ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ এখন একটা রোমাঞ্চকর জায়গায় চলে এসেছে, যেখানে সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল তিনটি দল নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান। আফগানিস্তান তাদের ইতিহাস সেরা বিশ্বকাপ যাত্রার অভিজ্ঞতা নিচ্ছে, ওদিকে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড দুটো দলই মিশ্র এক বিশ্বকাপ কাটাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের আট ম্যাচের মধ্যে, প্রথম চারটিতে জয়, পরের চারটিতে টানা হার পেয়েছে তারা। পাকিস্তানও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রেকর্ড গড়া জয়ের পর টানা হেরেছে। আর আফগানিস্তান যেমন দুর্দান্ত কিছু জয় পেয়েছে, আবার কিছু ম্যাচের হতাশা তাদের তাড়া করবে যেমন বাংলাদেশের বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আজ শ্রীলঙ্কার খেলা, এরপর পাকিস্তান ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। এই তিন ম্যাচেরই সংযোগ রয়েছে সেমিফাইনালের চতুর্থ দল নির্ধারণে। সেই সমীকরণ এখন কোন দলের জন্য কী রকম?

নিউজিল্যান্ডের কী প্রয়োজন?

এই তিন দলের মধ্যে নেট রান রেটে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড, তাদের গড় দশমিক তিন নয় আট। কিন্তু সাম্প্রতিক ফর্ম নিউজিল্যান্ডেরই সবচেয়ে খারাপ, টানা চার ম্যাচে হেরেছে দলটি। আর পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাঙ্গালোরের হারের স্মৃতি একেবারে তরতজা, এই মাঠেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের। তবে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকার কারণে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটা জয়ই যথেষ্ট হতে পারে নিউজিল্যান্ডের জন্য সেমিতে যেতে। তখন পাকিস্তানকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং আফগানিস্তান দলকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় একটা ব্যবধান রেখে জিততে হবে, যেটা তুলনামূলক কঠিনই বলা যায়। কিন্তু নিউজিল্যান্ড যদি হেরে যায় তখন আর কিছুই কেইন উইলিয়ামসনদের হাতে থাকবে না। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান হেরে গেলে নিউজিল্যান্ডের সমান আট পয়েন্ট নিয়ে নেট রান রেটে সেমিফাইনালে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে ৯ ম্যাচের পাঁচটিতে হেরেও নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে উঠে যাবে। তবে ব্যাঙ্গালোরে যদি বৃষ্টির কারণে বা যে কোনও কারণে খেলা পরিত্যক্ত হয় সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের জন্য একই সমীকরণ থাকবে। পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তান কোনও দল নিজেদের ম্যাচে জিতে গেলেই পয়েন্ট হবে ১০, আর নিউজিল্যান্ডের হবে ৯। পাকিস্তানের নেট রান রেট আফগানিস্তানের চেয়ে বেশি নিউজিল্যান্ডের থেকে কম। সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ড যদি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কোনও কারণে দুই পয়েন্ট তুলতে না পারে, পাকিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেই কেবল সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য একটা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে। তবে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেলে পাকিস্তানের শুধু ইংল্যান্ডকে হারালেই হবে না, জয়ের ব্যবধানও হতে হবে বড়। সমীকরণ বলছে নিউজিল্যান্ড যদি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক রানেও জয় পায়, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে অন্তত ১৩০ রানে ইংল্যান্ডকে হারাতে হবে। আফগানিস্তানের জন্য সমীকরণ কী?

নেট রান রেটে আফগানিস্তান বেশ দুর্বল জায়গায় আছে।

তাই আফগানিস্তানের জন্য প্রয়োজন নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান উভয় দলের নিজ নিজ ম্যাচে হার। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিতলেই আফগানিস্তান সেমিফাইনালে চলে যাবে। তবে নিউজিল্যান্ড যদি হেরে যায় আর পাকিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পায় সেক্ষেত্রে আফগানিস্তানের জন্য লক্ষ্য হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তত ১৪০ রানের ব্যবধানে হারানো। আর নিউজিল্যান্ড যদি জয় পায় আর সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের যে নেট রান রেট সেটা টপকাতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আফগানিস্তানের অন্তত ২৭৩ রানের জয় প্রয়োজন হবে। এই সমীকরণে আফগানিস্তানের জন্য পথটা বেশ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের একটা সেমিফাইনাল নিশ্চিত যদিও তারিখ ও ভেন্যু এখনই বলা যাচ্ছে না, তবে একটা সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অনেকের মনেই ১৯৯৯ সালের নাটকীয় সেমিফাইনালের স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে।

পা না নড়িয়ে ম্যাক্সওয়েলের চার ছক্কা মিলারের অনুপ্রেরণা

নয়া দিল্লি ঃ আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটি ঢুকে গেছে ক্রিকেট লোকগাথায়। এত পরে নেমে দ্বিশতক করা যায়, সেটি ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো দেখিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার অবশ্য ম্যাক্সওয়েলের ইনিংস থেকে আরেকটি অনুপ্রেরণাও পেয়েছেন। পা না নড়িয়েও যে চার, ছক্কা মারা যায়, ওই ইনিংসে সেটিও তো দেখিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল!

১২৬ রান করার পর থেকেই ম্যাক্সওয়েলের 'ক্র্যাম্প' (মাংশপেশিতে টান) স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুম্বাইয়ের ওই ম্যাচে, ১৪৭ রানে তো উঠেই যেতে গিয়েছিলেন! এরপরও খেলা চালিয়ে গেছেন, দৃশ্যত পা না নড়িয়েই মেরেছেন চার, ছক্কা। ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ছয় বা এর নিচে নেমে দ্বিশতক করেছেন অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংস খেলা ম্যাক্সওয়েল।

ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ৬ নম্বরেই খেলেছেন মিলার, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে খুব বেশি ওভার খেলার মতো পান না তাঁরা। এ পজিশনে নেমে মিলারের সর্বোচ্চ ইনিংসটি অপরাজিত ১১৮ রানের। ২০১৬ সালে ডারবানে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সে ইনিংস মিলার খেলেছিলেন মাত্র ৭৯ বলে। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৭২ রানের লক্ষ্য সেদিন ছুঁয়ে ফেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

আগামীকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মিলারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ৬ নম্বরে নেমে ২০০ রানের ইনিংস খেলা ম্যাক্সওয়েল তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন কি না। মিলারের উত্তর, 'অবশ্যই। এমন একটা ইনিংস দেখা বিশেষ কিছু। সে একজন এক্স ফ্যাক্টর, ম্যাচজয়ী। পা না নড়িয়ে চার ও ছক্কা মারা দেখাটাও অনুপ্রেরণার ছিল। এমন একটা ম্যাচে, যেখানে তাদের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

মিলার এরপর যোগ করেন, 'অবশ্য আমাদের দলেও আমরা এমন দেখেছি। ছিটকে পড়ার পরও আমরা লক্ষ্য ছুঁয়েছি, বিশেষ কিছু করেছি। তবে হ্যাঁ, ক্রিকেট যেখানে যাচ্ছে, আপনি সামনে সবকিছুই বিশ্বাস করবেন। আপনি শুধু বল খেলবেন, ওভার কাটাবেন, এরপর দেখবেন কী ঘটে। আপনি কখনোই জানবেন না কী সম্ভব। ফলে বিশ্বাসটা রাখতে হবে পুরোটা সময়।'

দারুণ ফর্মে থাকা মিলার কথা বলেছেন আফগানিস্তানকে নিয়েও। ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে এবার আফগানরা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও জয়টা চলে এসেছিল প্রায় হাতের মুঠোয়। আহমেদাবাদে আগামীকালের ম্যাচটি অবশ্য আফগানিস্তানকে জিততেই হবে সেমিফাইনালে যেতে, আবার শুধু জেতা যথেষ্ট না ও হতে পারে।

মিলার অবশ্য আফগানদের নিয়ে মুগ্ধ, 'হ্যাঁ, তাদের খেলা দেখে সত্যিই অনেক ভালো লেগেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস যে বাড়ছে, সেটি নিশ্চিত। তারা দেখিয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারে। এ বিশ্বকাপে তারা অনেক ভালো করেছে, বড় দলকে হারিয়েছে।'

সেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কিছুটা প্রস্তুতি ম্যাচের মতোই। আগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে প্রোটিয়াদের, সেমিফাইনালে যে তারা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলবে, নিশ্চিত সেটিও। এরপরও এ ম্যাচের গুরুত্ব কমছে না মিলারের কাছে, 'আমরা বিশ্বকাপে ব্যাপারটি নিয়ে সচেতন, সহজ ম্যাচ বলে কিছু নেই। ফলে যে ম্যাচ ও যাদের বিপক্ষেই খেলি না কেন, আমাদের প্রস্তুতি ভালো হতে হবে। আফগানিস্তান তাদের স্পিনার, টপ অর্ডারের ব্যাটারদের নিয়ে যেভাবে এগোচ্ছে, অনেক ভালো করেছে। তাদের উদ্বোধনী জুটি অনেক ভালো। এরপর ইনিংসজুড়েই অন্য ব্যাটাররা অবদান রাখে।'

আফগানিস্তানের পারফরম্যান্স বিশ্বকাপের জন্য ভালো, সেটিও মনে করেন মিলার, 'তারা অনেক কঠিন দল, এ কারণেই তাদের সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ আছে। এটি দেখেও ভালো লাগে, মানে বিশ্বকাপের আনন্দ এখানেই। আপনি বিভিন্ন দলকে ভালো করতে দেখবেন। এমন দল, যাদের লোকে সহজে এমন ধাপ পেরোতে দেখবে বলে মনে করে না। এটা আসলে ক্রিকেটের জন্য ভালো।'

নেটে ম্যাক্সওয়েল হতে চাইলেন শাদাব

মুম্বাই ঃ রূপকথার নায়ক কে না হতে চান! মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ১২৮ বলে অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংস তো রূপকথারই অংশ।

শাদাব খানও ম্যাক্সওয়েলের মতো নায়ক হতেই চাইছেন। অনুশীলন সময়ে নেটে ম্যাক্সওয়েলের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুকরণের চেষ্টা করেছেন এই পাকিস্তানি অলরাউন্ডার। কাজটা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, সেটা দেখার দায়িত্বে ছিলেন পেসার হারিস রউফ।

ইনস্টাগ্রামে আইসিসির পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, ম্যাক্সওয়েলের মতো ফুটওয়ার্ক ছাড়া ব্যাটিং করছেন শাদাব। মুজিব উর রেহমানের বলে ৪৭তম ওভারে কাভার দিয়ে যে বাউন্ডারি মেরেছিলেন ম্যাক্সওয়েল, সেটা দিয়েই শুরু করেন শাদাব। এরপরই হারিস মনে করিয়ে দেন কোনো ফুটওয়ার্ক থাকা যাবে না। শাদাব এরপর ফুটওয়ার্ক ছাড়া মিডউইকেট দিয়ে ছক্কা মারার চেষ্টা করেন। এই ভিডিও পোস্ট করে আইসিসি ক্যাপশন দিয়েছে, 'সবাই ম্যাক্সওয়েল হতে চায়।' আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাক্সওয়েল যে ইনিংস খেলেছেন, সেটাকে অনেকই বলছেন সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ইনিংস। যে ম্যাচে শতকের পরপরই পায়ে ক্র্যাম্প নিয়ে খেলেছেন ম্যাক্সওয়েল, সিঙ্গেল নেওয়া দূরে থাক, শট খেলছিলেন পা না নাড়িয়েই! সেদিন ২৯২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৯১ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে যখন ধুঁকছিল অস্ট্রেলিয়া, সেখান থেকে অষ্টম উইকেটে প্যাট কামিন্সের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ২০২ রানের জুটি গড়ে ১৯ বল বাকি থাকতেই দলকে জিতিয়ে ফেরেন ম্যাক্সওয়েল। ২০২ রানের জুটিতে কামিন্সের অবদান মাত্র ১২ রান।

পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে তুলতে হলে ম্যাক্সওয়েলের মতো না হোক, আগ্রাসী ক্রিকেটটাই খেলতে হবে শাদাবদের। কারণ, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ নিউজিল্যান্ড জিতে গেলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অনেক বড় ব্যবধানেই জিততে হবে পাকিস্তানকে। এই বিশ্বকাপে বল হাতে তেমন একটা ভূমিকা রাখতে না পারা শাদাব ব্যাট হাতে কি সেদিন ম্যাক্সওয়েল হয়ে উঠতে পারবেন? বল হাতে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন মাত্র ২টি। তবে ব্যাট হাতে ২৯.২৫ গড়ে করেছেন ১১৭ রান।

হার মানবেন না মণিপুরের সেই ভাইরাল ভিডিওর দুই নারী

মণিপুর (ওয়েবডেস্ক)ঃ আজ থেকে ঠিক ছয় মাস আগের ঘটনা। জাতিগত সহিংসতায় দীর্ণ মণিপুরে দুইজন নারীকে বিবস্ত্র করে ঘুরিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর, এই প্রথম তারা কোনও সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের কথা জানালেন।

প্রথমেই চোখে পড়ল তাদের মাটির দিকে চেয়ে থাকা চাহনি। মুখে কালো মাস্ক আর ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা কপাল ও মাথা। ভাইরাল ভিডিওতে যে কুকি-জোমি সম্প্রদায়ের দুই নারী গ্লোরি আর মার্সিকে দেখা গিয়েছিল, তারা যেন আজ অদৃশ্যই হয়ে যেতে চান। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

এই প্রথম তারা রাজি হয়েছেন কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করতে, যাতে নিজেদের কষ্ট আর ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ের কথা তারা সারা বিশ্বের কাছে বলতে পারেন।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওটা দেখা খুবই পীড়াদায়ক। প্রায় এক মিনিট লম্বা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মেইতেই পুরুষরা দুজন বিবস্ত্র নারীকে ঘিরে রেখেছে, ধাক্কা দিচ্ছে, জোর করে গোপনাঙ্গ স্পর্শ করছে এবং মাঠে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তাঁদের গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে ওই দুই নারী অভিযোগ করেছেন। ঘটনার কথা বলতে গিয়ে গ্লোরির গলা ধরে আসে। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হয়েছিল। ওই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর বেঁচে থাকা এমনিই কঠিন ছিল। দুইমাস পরে যখন ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হল, তখন বাঁচার ইচ্ছেটাও চলে যেতে লাগল। মার্সির কথায়, আপনি তো জানেন ভারতীয় সমাজ কেমন, এরকম একটা ঘটনার পরে নারীদের কোন নজরে দেখা হয়। এখন আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গেও চোখ মেলাতে পারি না। আমার ইজ্জত চলে গেছে। আমি আর কখনও আগের মতো হতে পারব না। ওই ভাইরাল ভিডিওটি এই নারীর যন্ত্রণা বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেও, সেটি এমন একটি প্রমাণ সামনে এনেছে, যা মেইতেই আর কুকি-জোমি সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক মাস ধরে চলা জাতিগত সহিংসতার দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। যার ফলে বেশ কয়েকজন কুকি নারী সাহস করে এগিয়ে এসে পুলিশের কাছে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন।

কিন্তু ওই ভিডিওটার ওপরে পুরো বিশ্বের নজর পড়ায় গ্লোরি-মার্সি যেন আরও কুঁকড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হামলার আগে গ্লোরি যে কলেজের ছাত্রী ছিলেন, সেখানে মেইতেই এবং কুকি দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরাই পড়তেন।

মার্সির দিন কাটত তাঁর দুই সন্তানের দেখাশোনা করে, তাদের লেখাপড়া করানো এবং গির্জায় গিয়ে।

কিন্তু ওই ঘটনার পর এখন এই দুই নারীকে গ্রাম ছেড়ে অন্য শহরে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

ভয় আর লজ্জায় তারা এখন কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষীর বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ।

মার্সি গির্জা বা স্কুলে যান না। এক আত্মীয় তার সন্তানদের নিয়ে যায় আর নিয়ে আসে।

তিনি বলেন, রাতে বহু কষ্টে ঘুম আসে আর দুঃস্বপ্ন দেখি। ঘর থেকে বের হতে পারি না। মানুষের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাই, লজ্জাও লাগে।

ওই ঘটনার পর দুজনেই কুঁকড়ে গিয়েছেন। কাউন্সেলিং সাহায্য করলেও, ঘৃণা এবং ক্রোধ জমে আছে তাদের মনে। মণিপুরের মোট জনসংখ্যা ৩৩ লক্ষ, তার অর্ধেকেরও বেশি মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ আর ৪৩ শতাংশ কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের।

গত মে মাসে সহিংস সংঘর্ষ শুরু হয় যখন মেইতেই সম্প্রদায়ের তফসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবির বিরোধিতা করে কুকি সম্প্রদায়। তাদের আশঙ্কা ছিল এর ফলে কুকি এলাকায় জমি কিনে মেইতেই সম্প্রদায় আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।

রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং (যিনি মেইতেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত) সাম্প্রদায়িক উস্কানির জন্য দায়ী করেছেন চরমপন্থী কুকি গোষ্ঠীগুলিকে।

সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই কুকি সম্প্রদায়ের। উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুতও হয়েছেন।

মেইতেই নারীরা কুকি পুরুষদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার অভিযোগ এনেছেন এবং একটি এফআইআর দায়েরও হয়েছে। তবে বেশিরভাগ নারীই এ জাতীয় ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনে বিব্রত হতে চান না। এখন গ্লোরি তার মেইতেই বন্ধু বা সহপাঠীদের সঙ্গে পড়া তো দূরস্থান, ওই সম্প্রদায়ের কারও মুখও দেখতে চান না। তিনি বলেন, আমি আর কখনও আমার গ্রামে ফিরে যাব না। আমার বাড়ি ওখানে, আমি বেড়েও উঠেছি সেখানে। কিন্তু ওখানে থাকার অর্থ আশেপাশের গ্রামের মেইতেই লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করা, যেটা অসম্ভব। মার্সিও একই কথা বিশ্বাস করেন।

আমি তো ভাষাটাই শুনতে চাই না, তিনি রাগ করে টেবিলের ওপরে সজোর হাতটা রেখে বললেন।

মে মাসে মণিপুরে শুরু হওয়া জাতিগত সহিংসতায় যে গ্রামগুলি প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল, তার মধ্যে গ্লোরি আর মার্সির গ্রামও ছিল। ওই সংঘর্ষে গ্লোরি তার বাবা এবং ভাইকেও হারিয়েছেন।

আমি তাদের আমার চোখের সামনে মরতে দেখেছি, মৃদুস্বরে তিনি বলেন। গ্লোরি বলেন, প্রাণ বাঁচাতে বাবা আর ভাইয়ের দেহ মাঠে ফেলে রেখেই দৌড়তে হয়েছিল। তিনি সেখানে আর ফিরতে পারবেন না।

সহিংস আক্রমণের ঘটনার পর মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায় একে অন্যের এলাকায় পা রাখতে পারেন না। মণিপুর দুটি অংশে বিভক্ত। মাঝখানে পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের তৈরি চেকপয়েন্ট।

বাবা আর ভাইকে হারানোর প্রসঙ্গে গ্লোরি বলেন, আমি তো এটাও জানি না ওদের দেহ কোথায় রাখা হয়েছে। নিজে গিয়ে যে খোঁজ নেব, সেটাও সম্ভব নয়। সরকারের উচিৎ ওদের দেহ আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

হামলার সময় মার্সির স্বামী পার্শ্ববর্তী মেইতেই গ্রামের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন, যেখানে শান্তি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামের প্রধান চলে যাওয়ার পরেই জনতা আক্রমণ করে, বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং স্থানীয় গির্জাও পুড়িয়ে দেয়।

তিনি বলেছেন, আমি স্থানীয় পুলিশকে ফোন করেছিলাম কিন্তু তারা বলেন যে থানাতেও হামলা হয়ে গেছে, তাই তারা এখানে এসে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি রাস্তায় একটি পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, কিন্তু সেখান থেকে কেউ বের হননি।

মার্সির স্বামীর জানিয়েছেন, উত্তেজিত জনতা যখন নারীদের নিশানা করতে শুরু করে, তখন তিনি একা পড়ে যান। তিনি বলেন, আমি কিছুই করতে পারিনি এটা ভেবে খুব কষ্ট আর গ্লানি হয়। আমি আমার স্ত্রী বা গ্রামবাসীদের কাউকেই বাঁচাতে পারিনি। এসব ভেবে খুব খারাপ লাগে। মনে হয়, নিজেকে শেষ করে ফেলি।

পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে, ওই ঘটনায়, ভারপ্রাপ্ত অফিসার-সহ মোট পাঁচজন পুলিশ কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

মার্সির স্বামী বলছেন, হামলার দুই সপ্তাহ পরেই তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তবে ভিডিওটি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরে মণিপুরের জাতিগত সহিংসতার প্রসঙ্গে প্রথম বক্তব্য রাখেন। ওই ঘটনায় মণিপুর পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্লোরি, মার্সি এবং তার স্বামী বলছেন, ভিডিওটি সামনে আসার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠানো মানুষের মেসেজ তাদের সাহস যুগিয়েছে। মার্সির স্বামীর কথায়, ভিডিও ছাড়া কেউ সত্যিটা বিশ্বাস করত না, আমাদের কষ্টটা বুঝত না। মার্সির এখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভয় পান।

তিনি তার সন্তানদের কথা উল্লেখ করে বলেন, সন্তানদের উত্তরাধিকারে দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই, এটা ভেবে দুশ্চিন্তা হয়। এখন তিনি ঈশ্বর ও প্রার্থনার মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজছেন, তাতেই তিনি নিরাপদ বোধ করেন। আমি নিজেকে বলি যে ঈশ্বর যদি আমাকে এই সব সহ্য করার জন্য বেছে নিয়ে থাকেন, তবে তিনিই আমাকে শক্তি দেবেন, মার্সি বলেছিলেন।

আক্রমণে তাদের পুরো গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা এখন তাদের সম্প্রদায়ের সহায়তায় নতুন করে জীবন শুরু করছেন। গ্লোরি ব্যাখ্যা করেছেন যে, ওই অঞ্চলে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রশাসনই হতে পারে নিরাপদে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। এই বিতর্কিত দাবিটি কুকি সম্প্রদায় একাধিকবার উত্থাপন করেছে এবং মেইতেই সম্প্রদায় তার বিরোধিতা করেছে। দুই পক্ষেরই নিজস্ব যুক্তি আছে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এই বিভাজনের বিরোধী। গ্লোরি আর মার্সি স্থানীয় প্রশাসনকে বিশ্বাস করেন না এবং কুকি সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগও করেছেন।

গ্লোরি বলেন, মণিপুর সরকার আমার জন্য কিছুই করেনি। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাস করি না। তার শাসনামলে আমাদের সঙ্গে এই সব ঘটেছে।

দুজনেই অভিযোগ করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং জাতিগত সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্থ কুকি-জোমি পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলেননি বা দেখা করেননি।

বিরোধী দলগুলি বারবার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে, তবে রাজ্য সরকার বৈষম্যের সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

এই অভিযোগের বিষয়গুলি উত্থাপন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বিবিসির সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি।

তবে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. সিং বলেছিলেন যে, তিনি মেইতেই সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির সঙ্গেও দেখা করতে যাননি এবং আমার মনে বা কাজে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে সহিংসতায় নিহতদের চিহ্নিত করে মৃতদেহ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছে। এ বিষয়ে গ্লোরি এখনো তার আশা জিইয়ে রেখেছেন। তিনি ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। গ্লোরি ভবিষ্যতে অন্য কলেজে পড়াশোনা শুরু করে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান। তিনি বলেন, যদিও এটা সবসময়ই আমার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু হামলার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আমাকে বৈষম্যহীনভাবে সব মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আমি যে কোনো মূল্যে ন্যায়বিচার চাই। আজ আমি এই জন্যই কথা বলছি যাতে আমার মতো অন্য কোনও নারীকে এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। মার্সি আমার (বিবিসি সংবাদদাতার) দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, আমরা আদিবাসি নারীরা খুব শক্ত। আমরা হাল ছেড়ে দেব না। আমি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেই সময় মার্সি বললেন যে তিনি একটি বার্তা দিতে চান। আমি সব সম্প্রদায়ের মায়েদের বলতে চাই, যাই ঘটুক না কেন, তারা যেন সন্তানদের শেখান কোনও পরিস্থিতিতেই নারীদের বেইজ্জত না করে।

টুকরো খবর

গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নারী পোশাকে শ্রমিক নিহত

ঢাকা ঃ গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এক নারী শ্রমিক নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। ৮ নভেম্বর গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ন্যূনতম বেতন ২৩ হাজার টাকার দাবিতে বুধবার সকালে কোনাবাড়ীতে রাস্তায় নামেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলে ১১ জন আহত হন। আন্দোলনরত শ্রমিকেরা দাবি করেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে আঞ্জুয়ারা খাতুন (৩০) নামে গুরুতর আহত একজন শ্রমিক মারা যান। তবে গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপকমিশনার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান জানান, সংঘর্ষে আহত এক গার্মেন্টস কর্মীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আঞ্জুয়ারা খাতুন সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার চর নাটিপাড়া এলাকার জামাল হোসেনের স্ত্রী। তিনি কোনাবাড়ীর ইসলাম গার্মেন্টসে সেলাই মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। উল্লেখ্য, পোশাক শ্রমিকেরা তাদের মূল বেতন ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ করছিলেন। এরপর ৬ নভেম্বর মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর ন্যূনতম মজুরি সাড়ে ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করে সরকার। কিন্তু এতে শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট হননি। বুধবার সকাল থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। এক পর্যায়ে তারা বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে কাঠ ও টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এদিকে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৪৮ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। ৮ নভেম্বর বিজিবির সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম জানান, আশুলিয়া, সাভার, মিরপুর ও গাজীপুরসহ দেশের কিছু স্থানে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা করার ঘোষণা করার পর শ্রমিক নেতারা নতুন মজুরি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপরই ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি মোতায়েন করা হয়।

রাষ্ট্রদূতদের ডেকে তাদের কার্যপরিধির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, আমরা অতীতে কিছু কিছু রাষ্ট্রদূতকে এককভাবে ডেকে তাদের কার্যপরিধির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। নির্বাচনের আগে তারা সতর্ক থাকবেন, কারণ অতীতে (৬ মাস আগে) যা বলেছেন এখন তার প্রভাবটা অনেক বেশি। ৮ নভেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তফসিল নিয়ে রাষ্ট্রদূতের সীমার বিষয়ে তলব করা হবে কি না, প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। শাহরিয়ার আলম বলেন, সবাই নির্বাচনমুখী হয়েছেন। যারা আঃদোলন করছেন তাদের ভাষায় তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছেন। আমি মনে করি না, তাদের (রাষ্ট্রদূতদের) তলবের প্রয়োজন হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে তা হবে দুঃখজনক। শাহরিয়ার আলম বলেন, তবে আমাদের আইন প্রয়োগেরও সুযোগ আছে। যেটি উপযুক্ত মনে হবে তা আমরা করব। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের বিষয়ে শাহরিয়ার আলম বলেন, অধিকারের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। আদালতে রিভিউ বিচারাধীন। নবায়নের জন্য আদালতে তারা একটি পিটিশন দিয়েছিলেন, সেটিও খারিজ হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো মানবাধিকার সংস্থা যদি অধিকারের বরাতে কোনো তথ্য উপস্থাপন করে, তাহলে সেটি আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করব এবং সেটির উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু তারা একই জিনিস অন্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে। সেটিকে আমরা ভালোভাবে নেব, যদি সেটি আমাদের সংবিধানের আলোকে হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো আছে তার আলোকে যদি হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা তা আমলে নেব। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

'একদিকে ব্যানার, একদিকে সরকারের নির্দেশনা, গাড়ি চালাইতে অইবো'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বিএনপির ডাকা আবারো ৪৮ ঘণ্টার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে স্বল্প আকারে দূর পাল্লার যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে যাত্রী সংখ্যা খুবই কম। দূর পাল্লার পরিবহন মালিকরা বলছেন, নানা ধরণের 'নির্দেশনার কারণে' যাত্রী কম থাকলেও বাধ্য হয়ে পরিবহন চালাতে হচ্ছে তাদের। সকালে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে গেলে পরিবহন মালিকদের সাথে কথা বলে এই তথ্য জানা যায়। তারা বলছেন, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম যাত্রী থাকলেও বাস চলাচল চালু রাখার 'নির্দেশনা'র কারণে গাড়ি ছাড়ছেন তারা। সুগন্ধা পরিবহনের মালিক লিটন কাজী বলেন, এখন নির্দেশনার কারণে গাড়ি চালাইতে হইতেছে, ব্যানারের স্বার্থে গাড়ি চালাইতে হইতেছে। গাড়ি ছাড়তে তারা বাধ্য হচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাধ্য হইলো, একদিকে ব্যানার, একদিকে সরকারের নির্দেশনা, গাড়ি চালাইতে অইবো, এইটা নিয়া গাড়ি চালাইতে অয়। ক্ষতি অর্থে ঠিক আছে, সরকারতো গাড়ি চালাইতে কইতাছে, দেশে তো বিরোধীদলরা হরতাল ডাকছে, যার যার স্বার্থে তারা কথা বলে। আমরাও আমাদের ব্যবসার স্বার্থে গাড়ি চালাইতাছি। মি. কাজী বলেন, সকালে তার একটি গাড়ি ছেড়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে ৫৬টি গাড়ি ছেড়ে গিয়েছে। সব কাউন্টার মিলিয়ে ১৬ জন যাত্রী হয়েছে। আর ছয়টি গাড়ি মিলে ৫০ জনের মতো যাত্রী হয়েছে বলে জানান তিনি।

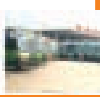

ইসরায়েলের স্থল অভিযান জোরদারের পর গাজা ছেড়েছে ৫০ হাজার বাসিন্দা

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েল স্থল অভিযান জোরদারের পরে ওই অঞ্চল ছেড়েছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, শুধু বুধবারই শহরটি ছেড়েছে প্রায় ৫০ হাজার বাসিন্দা।

ইসরায়েলি বাহিনী গাজার উত্তর দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিরাপদে বের হওয়ার সুযোগ করে দিলে বাসিন্দারা গাজার উত্তরাঞ্চল ছাড়ে।

গতকাল ইসরায়েল বলেছিলে তারা গাজা শহর ঘিরে ফেলেছে এবং গাজা উপত্যকাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। আর এখন তারা বলছে, হামাস গাজার উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। হামাস পরিচালিত গাজার কর্তৃপক্ষ বলছে, গাজার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বেশ কিছু বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এতে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। সব মিলিয়ে গত সাতই অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ১০ হাজার ৫৬৯ জন নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়।

জাতিসংঘ এখনো শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। হামাস এবং ইসরায়েল দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, গাজায় যে হারে বেসামরিক নাগরিক মারা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পরিচালিত অভিযানে স্পষ্টভাবেই কিছু ভুল রয়েছে। একই সাথে হামাস মানুষকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।গাজায় আটক ২৩৯ সজন জিম্মির পরিবারে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার দাবি অব্যাহত রেখেছে। বিবিসি তাদের ঘনিষ্ঠ জনদের সাথে কথা বলেছে।

মোট ১২জন জিম্মিকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে তিন দিনের জন্য মানবিক বিরতি দেয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই জিম্মিদের মধ্যে অর্ধেকই আমেরিকান। তবে বিরতির সময়সীমা এবং গাজার উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বিতর্ক চলছে।

কিন্তু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এতে মিথ্যা গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি বলেছেন, আমাদের জিম্মিদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত কোন অস্ত্রবিরতি হবে না।

বিবিসির আন্তর্জাতিক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে গাজায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সেখানে কোন ভবন অক্ষত দেখতে পাননি। একই সাথে একটি পারিবারিক আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট অস্ত্র তৈরির কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দাবি করে, সেটিও তাকে দেখায় ইসরায়েলি বাহিনী।

গাজায় বাসিন্দাদের মানবিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। সেখানে মানুষ পর্যাপ্ত খাবার ও পানির জন্য লড়াই করছে।

জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে, জরুরী চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে একটি গাড়িবহর গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফাতে প্রবেশ করেছে।

এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত শুরুর এক মাসেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটাই দ্বিতীয়বার জরুরী ত্রাণ সরবরাহের ঘটনা।

কিন্তু তারা বলছে, গাজা উপত্যকায় যে পরিমাণ সরবরাহ দরকার তার তুলনায় যা এসেছে তা একেবারেই নগণ্য।

বিবৃতিতে বলা হয়, আল শিফা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিস্থিতি মারাত্মক।

গাজা উপত্যকায় পরিচালিত মানবিক সংস্থাগুলোকে জ্বালানী সরবরাহ করার আবারো আহ্বান জানিয়েছে ইউএনআরডাব্লিউএ এবং ডাব্লিউএইচও।

জ্বালানি ছাড়া হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরী অবকাঠামো যেমন জল বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র এবং বেকারিগুলো চলতে পারবে না। এর ফলে আরো বেশি মানুষ প্রাণ হারাবে, তারা বলে।

টানা পঞ্চম দিনের মতো গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার জন্য একটি রাস্তা চালু করার পর বুধবার হাজার হাজার বাসিন্দা ওই অঞ্চল ছেড়েছে।

বুধবার গাজার উত্তর থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার মূল সড়ক সালাহ আল দিন আবারো খুলে দেয়ার পর প্রায় ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি চলে গেছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, মানুষ সরে গেছে কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে হামাস গাজার উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চল কিছুটা বেশি সুরক্ষিত।

কিন্তু হামাস পরিচালিত কর্তৃপক্ষ বলেছে, ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণাঞ্চলে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে।

ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, মানবিক বিরতির মাধ্যমে মানুষদের দক্ষিণে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া ছাড়া অস্ত্রবিরতির কোন সুযোগ নেই। ধারণা করা হচ্ছে যে, মার্কিন কর্মকর্তারা কয়েক দিন ধরে মানবিক বিরতি দেয়ার জন্য যে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে সেটিই কিছুটা প্রয়োগ করতে শুরু করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, এটা ত্রাণ সরবরাহ প্রবেশ করতে দেয়া সুযোগ বাড়াবে এবং জিম্মিদের মুক্তি দেয়ার জায়গা তৈরি করবে।

সোমবার এবিসি নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ত্রাণ এবং জিম্মিদের আটকের জন্য তারা কৌশলগত ছোট বিরতি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে রাজি। তবে গাজা শহরটিতে আরো কী পরিমাণ মানুষ রয়েছে তা জানা যায়নি। কিন্তু কয়েক দিন আগে মার্কিন কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন, শহরটিতে হয়তো তিন থেকে চার লাখ মানুষ রয়ে গেছে।

গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে মানুষদের সরে যাওয়ার কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, মানবিক বিরতির মাধ্যমে মানুষদের দক্ষিণে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া ছাড়া অস্ত্রবিরতির কোন সুযোগ নেই। ধারণা করা হচ্ছে যে, মার্কিন কর্মকর্তারা কয়েক দিন ধরে মানবিক বিরতি দেয়ার জন্য যে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে সেটিই কিছুটা প্রয়োগ করতে শুরু করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, এটা ত্রাণ সরবরাহ প্রবেশ করতে দেয়া সুযোগ বাড়াবে এবং জিম্মিদের মুক্তি দেয়ার জায়গা তৈরি করবে।

সোমবার এবিসি নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ত্রাণ এবং জিম্মিদের আটকের জন্য তারা কৌশলগত ছোট বিরতি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে রাজি। তবে গাজা শহরটিতে আরো কী পরিমাণ মানুষ রয়েছে তা জানা যায়নি। কিন্তু কয়েক দিন আগে মার্কিন কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন, শহরটিতে হয়তো তিন থেকে চার লাখ মানুষ রয়ে গেছে।

গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে মানুষদের সরে যাওয়ার কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ভেদান্ত পাটেল বলেন, বুধবার অনির্দিষ্ট নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বুধবার থেকে গাজা ও মিশরের মধ্যে থাকা রাফাহ ক্রসিং বন্ধ রয়েছে।

এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমরা যা বুঝেছি তা হচ্ছে একটি নিরাপত্তা জনিত পরিস্থিতির কারণে রাফাহ সীমান্ত পারাপার আজ বন্ধ রয়েছে।

এটি খুলে দেয়ার বিষয়ে কর্মকর্তারা ইসরায়েল এবং মিশরের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান মি. পাটেল।

গত সাতই অক্টোবরের পর থেকে গাজা থেকে বের হওয়ার একমাত্র সীমান্ত পারাপার হচ্ছে রাফাহ।

এই ক্রসিংটি ব্যবহার করে কয়েক শত ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে।

মাঝে বিদেশি পাসপোর্টধারী এবং কিছু আহত মানুষকে গাজা থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এই ক্রসিং দিয়ে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, গাজায় অন্তত ১৩০টি টানেল বা সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

টেলিগ্রামে সামরিক বাহিনী বলে, যুদ্ধ প্রকৌশলীরা গাজায় লড়ছে এবং তারা শত্রুদের অস্ত্র খুঁজে বের করে সেগুলো সামনে আনছে এবং তাদের টানেলগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে।

আরেকটি পোস্টে তিনি বলেন, গাজার উত্তর পূর্ব কোণে বেইত হানুন এলাকায় একটি স্কুলের কাছে একটি সুড়ঙ্গ ধ্বংস করেছে সেনারা।

গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিবিসি গাজায় পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছে তারা কী ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে তা জানতে।

অক্সফাম আলহাসান সোয়াইরযো নামে এক ফিলিস্তিনি যিনি এই সংস্থাটিতে কাজ করেন তার একটি ভয়েস বার্তা পাঠিয়েছে। যেখানে ওই ব্যক্তি খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে যেসব সমস্যার মুখে পড়েন তা বর্ণনা করেছেন।

আলহাসান বলেন, আল শিফা হাসপাতালের কাছে তিনি যে ১০টি পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের জন্য এক কেজি পনির জোগাড় করতে হিমশিম থেকে হয় তাকে।

তিনি বলেন, তিনি মানুষকে খাবারের জন্য বন্ধ থাকা সুপারমার্কেটে হামলা করতে দেখেছেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি আশঙ্কা করছেন, পুলিশ বা কোন নিরাপত্তা বাহিনী না থাকায় এই অবস্থা চলতে থাকলে আসছে কয়েক দিনের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়বে।

তিনি বলেন, শত শত নারী ও শিশু হাসপাতালের কাছে রাস্তায় ঘুমাচ্ছে।

তাদের কাছে খাবার নেই, জল নেই, টয়লেট নেই। হাসপাতালের টয়লেট ব্যবহার করতে হলে তাদেরকে অন্তত তিন থেকে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

ইসরাইলের আক্রমণে ফিলিস্তিনিরা উত্তর গাজা থেকে পালাচ্ছে

গাজা ঃ বুধবার ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, তারা হামাসের শীর্ষস্থানীয় অস্ত্র প্রস্তুতকারীকে হত্যা করেছে। ইসরাইলি বাহিনী গাজায় জঙ্গি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বিমান এবং স্থল হামলা চালাচ্ছে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানায়, গাজা শহরে ইসরাইলি বাহিনীর অভিযান চলমান থাকায় আরও বেশি ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ অংশের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। ইউএন অফিস ফর কো-অর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্সের অনুমান, মঙ্গলবার ১৫ হাজার মানুষ পালিয়ে গেছে। এই সংখ্যা এর আগের দিন পালিয়ে যাওয়া মানুষের তিন গুণ। গত দুই সপ্তাহে মিশরের মধ্য দিয়ে গাজায় ত্রাণ পৌঁছেছে, এর মধ্যে মঙ্গলবার গিয়েছে ৮১টি ট্রাক। জাতিসংঘ বলছে, সংঘাত শুরু হওয়ার আগে গড়ে প্রতিদিন ৫০০টি ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় যাচ্ছিল। ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে হামাস জঙ্গিদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইল তার আক্রমণ শুরু করে। ওই হামলায় ১৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগ বেসামরিক মানুষ ছিল। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, ইসরাইলি হামলায় ১০,৫০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে যাদের দুই তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। জাতিসংঘ জানিয়েছে, মঙ্গলবার প্রায় ৬০০ বিদেশী এবং দ্বৈত নাগরিক মিশরীয় সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে গাজা ত্যাগ করেছে। গ্রুপ অফ সেভেনের দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছেন। তারা গাজায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেয়ার জন্য লড়াইয়ে মানবিক বিরতির আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, যারা সংঘর্ষে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের অগ্রহণযোগ্য ফলাফল মোকাবিলা করার উপায় ব্যাখ্যা করার

হামাস প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে বাধ্যবাধকতা রয়েছে হামাস এখনো ২০০ জনের বেশি জিম্মিকে আটকে রেখেছে, তারা ৭ অক্টোবরের ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি করার ক্ষমতা এবং অভিপ্রায় রাখে।